যশোরের সেলাই কর্মীদের জন্য আধুনিক সেলাই সহায়িকা

যশোর স্টীচ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
প্রবৃদ্ধি, সুইসকন্টাক্ট

বাস্তবায়নেঃ
ডিউ ক্রাফটস

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ঃ ডিজাইন **4**

ডিজাইনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক 4

অধ্যায় ২ঃ ট্রেসিং **6**

প্রিক এন্ড প্রাউচ মেথড 6

অধ্যায় ৩ঃ রঙ নির্বাচন **7**

কালার থিওরি এবং কালার হুইল 7

শীতল রঙ এবং উষ্ণ রঙ 7

রঙ সমন্বয় - কালার কম্বিনেশন 8

এক্সারসাইজ 8

অধ্যায় ৪ঃ অলঙ্করণ **9**

পোশাকে অলঙ্করণের ধরন 9

এমব্রয়ডারি (সেলাই) 9

এপ্লিক 9

প্যাচ ওয়ার্ক 9

ট্রিমিং 10

লেইস ওয়ার্ক 10

পাইপিং 10

পুঁতি 10

বাটিক 11

স্মোকিং ওয়ার্ক 11

কুইল্টিং 11

অধ্যায় ৫ঃ সেলাই **12**

রান স্টীচ 12

ব্যাক স্টীচ 12

স্টেম সেলাই 13

সাটিন সেলাই 13

হ্যারিংবোন স্টীচ 14

হ্যারিংবোন স্টীচের বিভিন্ন ফর্ম 14

হ্যারিংবোন স্টীচের বিভিন্ন ফর্ম 15

চেইন স্টীচ 15

সাধারন চেইন সেলাই 15

পেচানো চেইন সেলাই 15

ডাবল চেইন সেলাই 16

ম্যাজিক চেইন সেলাই 16

লেজি ডেইজি 17

রাশিয়ান চেইন স্টীচ 17
লেজওয়ালা ডেইজি 18
বাসকিউ চেইন সেলাই 18
উল্টো চেইন সেলাই 19
এক্সারসাইজ 19

অধ্যায় ৬: সুই **21**
এমব্রয়ডারি সুই 21
টেপেস্ট্রি সুই 21
মিলিনার সুই 21
পুতির সুই 22
চেনিল সুই 22

অধ্যায় ৭: সুতা **23**
পারল কটন সুতা 23
জড়ির সুতো 23

অধ্যায় ৭ঃ এমব্রয়ডারি হুপ বা ফ্রেম **25**

অধ্যায় ৮ঃ হাতের সেলাইয়ের জন্য উপযুক্ত কাপড় **26**
কাপড়ের টেক্সচার 26
লিনেন 26
ডেনিম 26
কর্ডুরয় 27
সিল্ক 27

অধ্যায় ৯ঃ সূচিকর্মের ত্রুটি এবং সংশোধন **28**
সূচিকর্মের ত্রুটি 28
ভুল সংশোধন 29
সেলাইয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ টিপস 29

অধ্যায় ১০ঃ সেলাই করার সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা **31**
আঙ্গুল বন্ধনীর ব্যবহার 31

অধ্যায় ১১ঃ ফিনিশিং **32**

অধ্যায় ১২ঃ মজুরি নির্ধারণ **33**
মজুরি নির্ধারণ 33

ফ্যাশনের ট্রেন্ড/ধারা এবং ফ্যাশন চক্র **34**

ক্রেতার কত প্রকার এবং ক্রেতার সাথে যুক্ত থাকার উপাই **36**

ফ্যাশন ডিজাইন প্রক্রিয়া **38**

অধ্যায় ১ঃ ডিজাইন

বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে কোন বস্তুর শৈল্পিক উপস্থাপন। একটা ভালো ডিজাইন/নকশা পণ্যের সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত উপকরণগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে প্রকাশ করে। পোশাকের ক্ষেত্রে ডিজাইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। তাই পোশাক ডিজাইনাররা নিয়মিত গবেষণা করেন এবং নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন করেন। পোশাকে যখন কোন নকশা করা হয়, তা স্বাভাবিক অর্থের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। ডিজাইনগুলিকে প্রাকৃতিক, বাস্তবসম্মত, শৈলী যুক্ত, জ্যামিতিক বা বিমূর্ত হিসাবে ভাগ করা হয়ে থাকে।

ডিজাইনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

উৎস: প্রতিটি মোটিফ কোন না কোন উৎস থেকে তার অনুপ্রেরণা নেয়। ডিজাইনারদের অনুপ্রেরণার সবচেয়ে সাধারণ উৎস প্রকৃতি। ফুল, পশু, গাছ, পাখি, ঢেউ ইত্যাদি নকশায় মোটিফ হিসেবে ব্যবহারের অনুপ্রেরণা দেয়। স্ক্রু, পেন্সিল, ব্লেড, বাসনপত্র, বাদ্যযন্ত্র, চাকা ইত্যাদির মতো মনুষ্যসৃষ্ট বস্তুগুলিও বিভিন্ন প্যাটার্নের মোটিফকে অনুপ্রাণিত করেছে।

কল্পনার ব্যবহার আমাদের সৃজনশীলতাকে প্রভাবিত করে এবং এবং নানারকম মোটিফের জন্ম দেয়। প্রকৃতিতে দেখা যায় না এমন আকারগুলি কখনও কখনও মোটিফ তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। মোটিফের ধারণা খুজে তাকে আকারে রুপান্তরিত করতে আমাদের কল্পনাশক্তির প্রয়োজন।

বিমূর্ত নকশা যেমন সৃজনশীলতার উদাহরণ। অনেক সময় বিভিন্ন প্রতীক আমাদের ডিজাইন করার জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান করে। এই প্রতীকগুলি বাণিজ্যিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ইত্যাদি হতে পারে। এগুলো অদৃশ্য ধারণার দৃশ্যায়ন। যেমন রাসায়নিক চিহ্ন, শব্দ ও তালের ধারণাকে বোঝানো বাদ্যযন্ত্র, ক্যালিগ্রাফিক চিহ্ন ইত্যাদি।

ট্রিটমেন্ট বা ইন্টারপ্রেটেশন: উৎস থেকে নেওয়া ধারণাগুলোকে শৈল্পিক উপস্থাপন বা ইন্টারপ্রেটেশন করতে হবে। মোটিফ ইন্টারপ্রেটেশন বা ট্রিটমেন্ট এর চারটি সাধারণ উপায় রয়েছে:

- **হুবহু বা রিয়েলস্টিক:** প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট অবজেক্টগুলোর হুবহু নকশা করা হয়। এই মোটিফ একটি অবজেক্ট এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। রং, লাইন এবং অন্যান্য বিবরণ হুবহু কপি করা হয়। হাতের সেলাই এ এই কাজটি অনেক কঠিন তবু অনেক শিল্প সৃষ্টিতে এর ব্যবহার দেখা যায়। এতে কল্পনার ব্যবহার বেশি না হওয়ায় এর নান্দনিক আবেদন কম।
- **স্টাইলাইজড বা কনভেনশনালাইজড ট্রিটমেন্ট:** কনভেনশনালাইজেশন বা স্টাইলাইজেশন হল আকার, আকৃতি এবং টোনের ভিন্নতা। এটি প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট অবজেক্টকে সরলীকরণ বা অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করে। এটিকে ডিজাইনারের সৃজনশীলতার উপর নির্ভর করবে।
- **বিমূর্ততা:** বিমূর্ততা কোনও প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট অবজেক্টকে প্রকাশ করে না। এটি একটি স্বাধীন ফর্ম যা সহজ এবং আকর্ষণীয়ভাবে আকার বা লাইন হিসাবে বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। তাই এই ডিজাইন ফর্ম দর্শকের

আগ্রহ সবসময় বেশি।

- **জ্যামিতিক:** জ্যামিতিক ডিজাইন সুপরিকল্পিত এবং সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। এতে নিখুঁতভাবে গাণিতিক শুদ্ধতা প্রকাশ করলে অনেক সময় ডিজাইন নিস্তেজ এবং বিরক্তিকর দেখাবে। এর আকারগুলি নানারকম মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বহন করে, উদাহরণ স্বরূপ বক্ররেখাগুলি প্রবাহ এবং চলাচল নির্দেশ করে, বর্গক্ষেত্র এবং আয়তক্ষেত্র আকারগুলি স্থিতিশীলতা এবং আনুষ্ঠানিকতা প্রকাশ করে।

কম্পোজিশন এবং এরেঞ্জমেন্ট: মোটিফের উৎস যেভাবেই প্রকাশ হোক না কেন তা কাপড়ের কোথায় বসাতে হবে। কম্পোজিশন হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট এরিয়াতে প্যাটার্ন অবস্থান। মোটিফের এরেঞ্জমেন্টের সময় এর পুনরাবৃত্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি মোটিফ নির্দিষ্ট দুরত্ব এবং ভঙ্গিতে এমনভাবে বসানো হয় যাতে যেখান থেকে প্যাটার্ন শুরু হয় আবার সেখানেই এসে শেষ হয়। পুনরাবৃত্তি কম্পোজিশন এর একটি ক্ষুদ্র অংশ। কম্পোজিশন তিন ধরনের হতে পারে:

প্রান্ত (বর্ডার এরেঞ্জমেন্ট)

- কোন সারফেসের প্রান্তের সীমানা নির্দেশ করতে কোন লাইন বা সারিবদ্ধ মোটিফ ব্যবহার করা হয়।
- যেকোনো লাইন, ফর্ম অথবা রঙ যা ছন্দবদ্ধ বর্ডার ডিজাইন এর মাঝে ছন্দপতন করে এমন ডিজাইন এড়িয়ে যাওয়া উচিত।
- সারফেসের প্রান্তের সীমানার দৈর্ঘ্য বরাবর একটি অবিচ্ছিন্ন রেখা ব্যবহারের মাধ্যমে একটা ছন্দ আনা যেতে পারে।

অধ্যায় ২ঃ ট্রেসিং

কাপড়ে নিখুঁত নকশা করতে সবার আগে প্রয়োজন নিখুঁত ট্রেসিং। ট্রেসিং এর মাধ্যমে কাপড়ে নকশার ছাপ দেওয়া হয়। সেলাই কর্মীরা এই সেলাই এর ছাপ দেখে সেলাই করেন। তাই কোন কাড়নে ট্রেসিং অস্পষ্ট হয় অথবা ভালোভাবে ছাপ না হয় তবে, সেলাইও খারাপ হয়ে যায়। তাই ভালো সেলাইয়ের জন্য ভালো ট্রেসিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রিক এন্ড প্রাউচ মেথড

ট্রেসিং এর নানারকম পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এর মধ্যে আমাদের দেশে প্রিক এন্ড প্রাউচ পদ্ধতিতে ট্রেসিং করা হইয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে ট্রেসিং পেপারে প্রথমে নকশা আঁকিয়ে নেওয়া হয়। এরপর নকশার লাইন বরাবর সূচ দিয়ে এমনভাবে ফুটো করা হয় যাতে করে পুরো নকশার অতি সুক্ষ কোণা সহ সকল লাইন কোন কিছুই বাদ না পরে।

একটা বাটিতে পরিমাণ মতো কেরোসিন নেই এরপর ট্রেসিং পাউডার কেরোসিনের সাথে মিশিয়ে পাতলা পেস্ট বানিয়ে নেই। এরপর নকশায় ফুটো করা ট্রেসিং নিয়ে কাপড়ে উপর এমনভাবে সেট করি যেন তা নড়ে যায়। এরপর একটা ব্রাশ অথবা কাপড় পুটলি করে কেরোসিনে মেশানো ট্রেসিং পাউডারের ভিজিয়ে ট্রেসিং পেপারে ভালোভাবে ঘষি। খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে পাউডারের পেস্ট ট্রেসিং পেপারের ফুটো দিয়ে কাপড়ে ভালোভাবে ছাপ পরে।

অধ্যায় ৩ঃ রঙ নির্বাচন

ডিজাইনের সময় ক্রেতার শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করুন

যেকোন পণ্যের প্রাথমিক আকর্ষন হচ্ছে এর রঙ। রঙ প্রাথমিকভাবে ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে এবং ক্রেতার সাথে মানসিক সংযোগ তৈরি করতে সাহায্য করে। কোন একজন ব্যক্তি পোশাক বা কোন একটি নির্দিষ্ট পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কেনেন তার একটি অন্যতম প্রাথমিক কারণ হচ্ছে রঙ। আমরা একই পোশাক বার বার কিনি শুধুমাত্র রঙের ভিন্নতায়। একই পোশাক শাড়ি, সালোয়ার কামিজ বা পাঞ্জাবি আমরা বছরের পর বছর কিনে থাকি প্রধানত রঙের বিভিন্নতায়। পোশাকের নকশা, কাটিং বা ম্যাটেরিয়াল বিবেচনা মুলত রঙ নির্বাচনের পরে আসে। পোশাক বর্ননাতেও প্রথমেই প্রাধান্য পায় রঙ। যেমন নীল শাড়ি, লাল শার্ট ইত্যাদি।

সাধারণ জীবনে রঙ নিয়ে আলোচনা বেশ জটিল। কারণ এর সাথে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শিল্প, সমাজনীতি, অর্থনীতি সহ আরও অনেক কিছু জড়িত। একই রঙ স্থান কাল বা পরিবেশ অনুযায়ী যেমন ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে তেমনি ভিন্ন অর্থ বহন করে। তাই কোন পোশাক বা পণ্য ডিজাইনের আগে যেকোনো উদ্যোক্তার জন্য পণ্যের ধরন, পণ্যের বাজার, এবং বিক্রির সময়কে বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরী একই সাথে ক্রেতার সাধারণ ক্রেতার শারীরিক বৈশিষ্ট্য, ত্বকের রঙ, চুলের রঙ এই বিবেচনাগুলো আপনার ডিজাইনকে ক্রেতার কাছে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলবে।

কালার থিওরি এবং কালার হুইল

যেকোনো পেশাদার ডিজাইনার বা শিল্পীরা নিখুঁতভাবে রঙের সমন্বয় করতে একটা বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এই পদ্ধতির নাম কালার হুইল। মজার ব্যাপার হলও ১৬৬৬ সালে কালার হুইল প্রথম আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী নিউটন। তিনি একটা বৃত্তে রঙের ম্যাপ তৈরি করেছিলেন। কালার হুইল রঙ সমন্বয়ের ভিত্তি। এটি এক রঙের সাথে অন্য রঙের সম্পর্ক দেখায়।

কালার হুইল হচ্ছে একটি রঙের বৃত্ত যা বিভিন্ন রঙের একটি চিত্রিত মডেল। এটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং মধ্যবর্তী/ তৃতীয় রঙের মধ্যে সম্পর্ক দেখায় এবং রঙের উষ্ণতা বুঝাতে সাহায্য করে।

সাধারণত কালার হুইল এ ১২টি রঙ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৩টি প্রাইমারি রঙ - লাল, নীল এবং হলুদ
৩টি সেকেন্ডারি রঙ - কমলা, সবুজ, বেগুনি
৬টি টারশিয়ারি রঙ - প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি রঙের সংমিশ্রণে এই রংগুলি তৈরি হয়। যেমন: লাল - কমলা, হলুদ - কমলা, হলুদ - সবুজ, নীল-সবুজ, নীল - বেগুনী

এভাবে আমরা ২৪টি বা আরও বেশি রঙ দিয়েও কালার হুইল বানাতে পারি।

যখন একাধিক রং পাশাপাশি সুন্দর দেখায় অথবা কোন অর্থবোধক ছন্দ তৈরি করে তখন তাকে কালার হারমনি বলে। ডিজাইনাররা সাধারণত একাধিক রং দিয়ে কোন নির্দিষ্ট নকশা বা নকশার অনুভূতি তৈরি করে তাকে কালার হারমনি বলে। কোন পোশাকের নকশার কালার

কম্বিনেশনে এই কালার হারমনি বা এক রঙের সাথে অন্য রঙের মিল খুঁজে পেতে একটি আমরা কালার হুইল ব্যবহার করতে পারি। কালার কম্বিনেশন রঙের আপেক্ষিক অবস্থান নির্ধারণ করে এবং আমাদের দৃষ্টিতে একটি আনন্দদায়ক প্রভাব তৈরি করে।

শীতল রঙ এবং উষ্ণ রঙ

আমরা এতক্ষণ যে কালার হুইল তৈরি করলাম, তাতে বেগুনির শেষ থেকে হলুদের শেষ পর্যন্ত একটা দাগ টানি তবে এক পাশে পাবো উষ্ণ হলুদ, লাল এবং কমলা রঙ এবং এর বিপরীতে শীতল রঙ হিসাবে পাবো সবুজ, নীল, এবং বেগুনি।

তবে সূক্ষ্ম রঙের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক আপেক্ষিক। পার্শ্ববর্তী রঙের প্রভাবে কখনো কখনো কোন রঙ চরিত্র বদলাতে পারে।

রঙ সমন্বয় - কালার কম্বিনেশন

কমপ্লিমেন্টারি (পরিপূরক)

কালার হুইলের বিপরীত দিক থেকে দিকে দুটি রঙ যা সম্পূর্ণ বিপরীত যা কালার কম্বিনেশনে শক্তভাবে প্রভাব বিস্তার করবে এবং একইসাথে উজ্জ্বল এবং বিশেষ দেখাবে।

একরঙ - মনোক্রমিক

একটি বেস রঙের তিনটি শেড, টোন এবং টিন্টস। একটি সূক্ষ্ম এবং গোছানো কালার কম্বিনেশন প্রদান করে। একটি সমন্বিত ডিজাইনে একটি নির্দিষ্ট রঙের বহুমুখী সংমিশ্রণ। এটি সহজেই যেকোনো ডিজাইনে প্রয়োগ করা যায়।

সাদৃশ্যপূর্ণ - এনালোগাস

কালার হুইল এ পাশাপাশি থাকা তিনটি রঙ। এই রঙের বহুমুখী কম্বিনেশন সম্ভব যা দেখতে অসাধারণ সুন্দর হয়ে থাকে। এই কম্বিনেশনে নকশা করতে একটা প্রধান রঙ নির্বাচন করে অন্য রঙগুলোকে এর সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করুন।

ট্রায়াডিক

কালার হুইলে সমানভাবে ব্যবধানযুক্ত এমন তিনটি রঙের কম্বিনেশন। এটি কমপ্লিমেন্টারি কম্বিনেশনের চেয়ে হালকা কিন্তু অনেক বেশি বিপরীত রঙ এবং বহুমুখী নকশা তৈরি করে। এই কম্বিনেশন সাহসী, প্রাণবন্ত।

টেট্রাডিক

কালার হুইলে সমানভাবে ব্যবধানযুক্ত এমন চারটি রঙের কম্বিনেশন। টেট্রাডিক রঙের স্কিমগুলি বেশ উজ্জ্বল এবং সাহসী। একটি রঙকে প্রাধান্য দিয়ে বাকি রংগুলোকে সাবধানতার ব্যবহার করলে অনেক ভালো ফল পাওয়া সম্ভব। আপানর প্যালেটে যত বেশি রঙ থাকবে এর রঙ্গের ভারসাম্য ততবেশি জটিল হবে।

এক্সারসাইজ

- আসুন আমরা নিজেরাই একটা কালার হুইল বানিয়ে ফেলি সবাই।
- সঙ্গে থাকা ছকে আমরা বিভিন্ন রকম রঙের কম্বিনেশনগুলো নির্দেশ করি।

অধ্যায় ৪ঃ অলঙ্করণ

পোশাকে অলঙ্করণের ধরন

এখানে পোশাকের বিভিন্ন অলঙ্করণ পদ্ধতির ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হল যা পোশাকের নকশা সাজাতে ব্যবহৃত হয়।

- এমব্রয়ডারি
- কুইল্টিং
- অ্যাপ্লিক
- প্যাচওয়ার্ক
- ট্রিমিং (ফ্রিঞ্জ ট্রিম, সেলাই ট্রিম)
- লেসওয়ার্ক
- পাইপিং (একই কাপড়ে, কনট্রাস্ট কাপড়ে, বা কেবল একটি কর্ড থেকে তৈরি)
- পুঁতি
- বাটিক
- স্মোকিং

এমব্রয়ডারি (সেলাই) পোশাকের অলংকরণের সবচেয়ে প্রাচীনতম মাধ্যম হচ্ছে হাতের সেলাই। সময়ের বিবর্তনে অসংখ্য সেলাইয়ের ফর্ম আবিষ্কার হয়েছে। আমাদের দেশে বহু রকম সেলাই প্রচলিত; যেমন: ভরাট কাজ, কাঁথা স্টিচ, নকশী সেলাই, ক্রস স্টিচ ইত্যাদি। ইদানীং সময় এবং খরচের বিবেচনার মেশিনেও নানারকম উন্নত মানের সেলাইয়ের কাজ হচ্ছে।	
এপ্লিক একটি বড় কাপড়ে বিভিন্ন আকৃতির টুকরো কাপড় দিয়ে নকশা করে অলংকরণের প্রক্রিয়াকে মূলত এপ্লিক বলে। আমাদের দেশের ফ্যাশনে এটি একটি প্রচলিত এবং জনপ্রিয় অলংকরণের রীতি।	
প্যাচ ওয়ার্ক বিভিন্ন টুকরা কাপড় জ্যামিতিক আকৃতিতে জোড়া লাগিয়ে অথবা বিমূর্ত কোন নকশার আদল তৈরি করে অলংকরণের ফর্মকে প্যাচ ওয়ার্ক বলে। এটি আমাদের দেশে প্রচলিত কাঁথার মতো যেখানে অনেক টুকরো কাপড় জোড়া লাগানো হয়। প্যাচ ওয়ার্ক বর্তমানে আমাদের দেশে জনপ্রিয় একটা ফর্ম। তরুণ তরুণীরা তাদের কুর্তাতে প্যাচ ওয়ার্ক এর কাজ পছন্দ করে।	
ট্রিমিং পোশাকের অলংকরণের জন্য মোটামুটি দুই রকম ট্রিমিং প্রচলিত আছে- **ফ্রিজ ট্রিমিংঃ** কাপড়ের অলংকরণের জন্য, পণ্যের প্রান্ত বরাবর ব্যবহার করা হয়। নানা রকম সুতা দিয়ে তৈরি ঝালর, ব্যাজ, বা নানারকম ট্যাসেল ইত্যাদি **সুইং ট্রিমঃ** পোশাক বা কাপড়ের প্রান্তরেখা বরাবর নানা রকম ফিতা, বোতাম, টেপ ইত্যাদি সেলাই করে লাগানোকে সুইং ট্রিম বলে	

লেইস ওয়ার্ক লেইস একটি ওপেনওয়ার্ক কাপড় যাতে বিভিন্ন রকম ফুটা করে নকশা করা হয়। লেইস ওয়ার্ক মেশিন এবং হাত উভয় পদ্ধতিতে করা যায়। লেইস ওয়ার্ক অত্যন্ত সুন্দর একটি অলংকরণ মাধ্যম। এটি খুব সাধারণ এবং প্রাচীন শিল্প মাধ্যম।	
পাইপিং পাইপিং হচ্ছে একধরনের ট্রিম বা অলংকরণ যা আমাদের পোশাকের অলংকরণের ক্ষত্রে একটি ভিন্ন ধারা। সাধারণত কাপড়ের একটা লম্বা টুকরা কাপড় বা পোশাকের প্রান্ত বরাবর সিধা বা উলটা দিকে লাগানো হয়। এটি একই রঙ এবং রকম কাপড়ের হতে পারে আবার ভিন্ন রকম ও হতে পারে।	
পুঁতি পোশাকের অলংকরণের কাজে পুতি একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। ছেলে, মেয়ে সবার পোশাকে বিভিন্ন রকম পুতির ব্যবহার হয়ে থাকে। পুতি শুধু কাপড় নয়, চামড়া, বা অন্যান্য মাধ্যমেও ব্যবহৃত হয়।	
বাটিক রঙ দিয়ে নকশা করার এক প্রাচীন পদ্ধতি হচ্ছে বাটিক। এটা বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা যায়। অঞ্চলভেদে বিভিন্ন রকম নকশা দিয়ে অলংকরণ করতে দেখা যায়। এটা খুব জনপ্রিয় একটা মাধ্যম	

স্মোকিং ওয়ার্ক এটা একটা বিশেষ ধরনের সেলাই টেকনিক। কাপড়কে কুচিয়ে একটা বিশেষ ধরনে সেলাইয়ের মাধ্যমে কাপড়কে ছোট করে ফেলা হয় যা টানলে বড় হয়। গলায়, হাতের কাফে বা বডিতে এই পদ্ধতিতে ডিজাইন করা হয়।	
কুইল্টিং একাধিক কাপড়, তুলা, ফোমের লেয়ার দিয়ে হাতে বা মেশিন দিয়ে এই সেলাই করা হয়। হোম টেক্সটাইলে এইধরনের সেলাই বেশি দেখা যায়।	

অধ্যায় ৫ঃ সেলাই

নকশা, সুতা, রঙ, কাপড় সবমিলিয়ে হয় হাতের সেলাইয়ের কাজ। পণ্যকে সকলের কাছে আকর্ষণীয় এবং কাঙ্ক্ষিত করতে হাতের সেলাইয়ের সুন্দর কাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কাপড়ে নকশার আউটলাইন হোক বা পুরো কাপড়, হাতের কাজ পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। যুগযুগ ধরে সারা বিশ্বে পোশাক সহ নানা রকম ব্যবহারিক পোশাকে হাতের কাজের নকশার ব্যবহার হয়ে আসছে। বিশ্বর বিভিন্ন প্রান্তে সাস্কৃতিক পাথক অনুযায়ী সেলাইয়ের পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকলেও কিছু সেলাই পৃথিবীর সবখানে সমান জনপ্রিয়। আমাদের দেশ ও এর ব্যতিক্রম নয়। ভরাত, ক্রসস্টীচ সহ নানারকম সেলাই আমাদের দেশে সমান জনপ্রিয়। তবে যশোর স্টিচ সেলাই যার জন্ম এবং বিকাশ এই যশোর শহরে যা দেশে বিদেশে সমান জনপ্রিয়। এখন আমরা জানবো আমাদের এখানে প্রচলিত সেলাইগুলির নাম। এবং কেমন দেখতে সেলাইগুলো।

আলোচনায় যাওয়ার আগে, সবাই সাথে থাকা কাগজে আমরা কে কোন কোন সেলাই পারি তা ক্রমানুসারে লিখে ফেলি

রান স্টীচ

রান স্টীচ হচ্ছে সবচেয়ে সহজ একটা সেলাই পদ্ধতি। আমাদের দেশে এই সেলাই মুলত কাথা সেলাই বলে বেশি পরিচিত। এই সেলাইয়ে সময় কম লাগে এবং এর ফোড় তোলা সহজ। প্রাথমিক সেলাই পদ্ধতি হিসাবে সারা বিশ্বের সব লোকজ মোটিফে এর ব্যবহার দেখা যায়। একই সাথে এর সরলতার কারনে বিভিন্ন ভাবে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে কাপড়ে নিয়মিত বা অনিয়মিত ব্যবধানে সুই উপরে এবং নীচে নিয়ে সেলাই করা হয়।

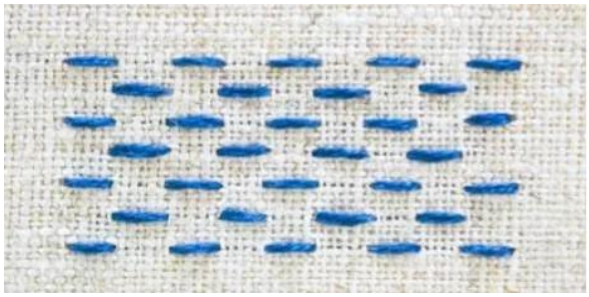

ব্যাক স্টীচ

ব্যাক স্টীচে সেলাই সাধারনত কাপড়ের পিছন থেকে করা হয়। সামনে থেকে দেখতে একটা সাড়িবদ্ধ সেলাইয়ের লাইন দেখা গেলেও পিছন থেকে এটি একটি সুতার উপর অন্যটি উঠে থাকে। এটি অনেক শক্ত একটি সেলাই। অতিরিক্ত সুতার ব্যবহারের কারনে খুব বড় নকশাতে এই সেলাইয়ের ব্যবহার কম হয়ে থাকে। আমাদের দেশে শেড ওয়ার্কে এই সেলাই ব্যবহার হয়ে থাকে। অনেক সময় ডিজাইনের জন্য একটি কাপড়ের উপর অন্যটি জোড়া লাগানোর কাজে এই সেলাই ব্যবহৃত হয়। ব্যক স্টিচের বিভিন্ন ধাপ গুলো পর্যায়ক্রমে ছবির মাধ্যমে দেখানো হলো।

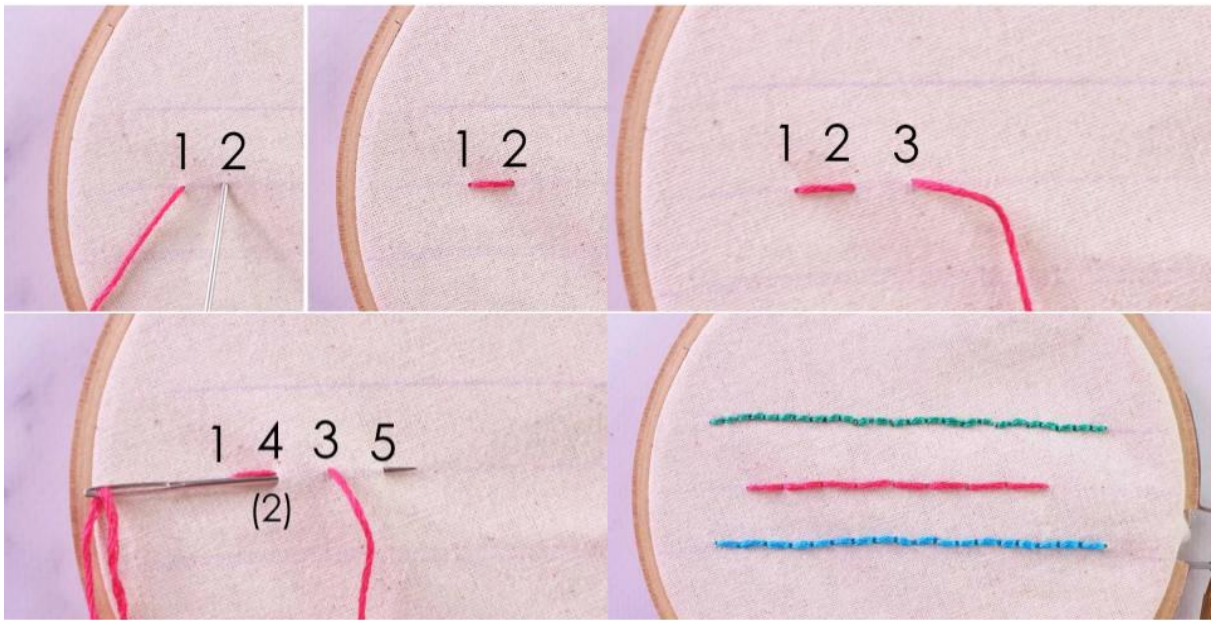

স্টেম সেলাই

স্টেম সেলাই সবচেয়ে সাধারণ এবং মৌলিক সূচিকর্ম সেলাইগুলির মধ্যে একটি। এই সেলাইটি আমাদের দেশে ডাল ফোড় নামে পরিচিত। নকশায় চিকন রেখা তৈরি সহ ভরাট সেলাই এর আউটলাইন করতে এই সেলাই ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়াও ফুল এবং গাছের ডালপালা নকশাতে এই সেলাই ব্যবহার করা হয়।

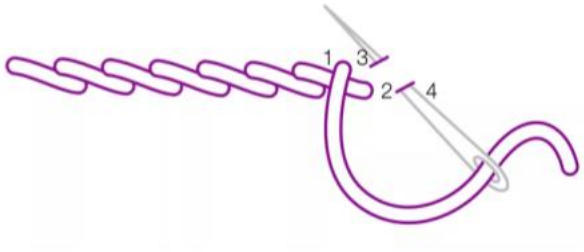

সাটিন সেলাই

একটি নকশাকে সেলাইয়ের মাধ্যমে সুন্দরভাবে সম্পুর্ণভাবে ঢেকে দিতে সাটিন সেলাই ব্যবহার করা হয়। একটি এলাকা সম্পূর্ণরূপে কভার করে। সেলাইয়ের ফোড়গুলি পাশাপাশি খুব ঘন করে করা হয় এবং উপর নীচে উভয় দিকে ভরাট করে সেলাই করা হয়। তাই সেলাইয়ের সময় সতর্ক থাকতে হয় যাতে সুন্দর করে ফিনিসিং করতে হয়। নানা রকম দামি এবং আনুষ্ঠানিক পোশাকে এই সেলাইয়ের ব্যবহার দেখা যায়।

হ্যারিংবোন স্টীচ

সারা বিশ্বের সব অঞ্চলে এই বিভিন্ন ডিজাইনে এই সেলাইয়ের ব্যবহার দেখা যায়। সহজ এই সেলাইকে নানারকম ফর্মে ব্যবহার করা যায় বলে ডিজাইনারদের কাছে খুব পছন্দের একটি সেলাই। দুটি সমান্তরাল রেখা টেনে ফাকা ফাকা ক্রস স্টিচের মতো করে করতে হয় এই সেলাই। সাথারনত ডিজাইনের প্রান্তে, পোশাকের হেম সেলাই বা শেড ওয়ার্কে এই সেলাইয়ের ব্যবিহার বেশি দেখা যায়। পরবর্তীতে হ্যরিংবোন সেলাই এর পদ্ধতি এবং এই বিভিন্ন ফর্ম গুলো দেখবো।

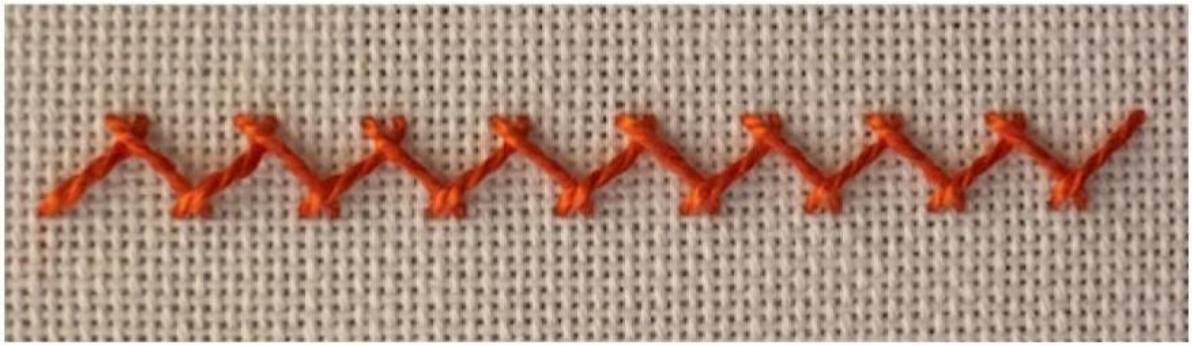

হ্যারিংবোন স্টীচের বিভিন্ন ফর্ম

বন্ধ হ্যারিংবোন স্টীচ

লক্ষ্য করুন সেলাইয়ের একপাশে সাধারন ক্রস স্টীচ সেলায়ের মতো দেখতে লাগলেও এর বিপরীত পাশে শেড ওয়ার্কের মতো দেখতে । উপরে ও নীচে দুটি সমান্তরাল লাইন সৃষ্টি হয়েছে। ছবিতে প্রথম তিনটি ফোড়ে ভিন্ন রঙের সুতা দিয়ে বাধন দেক্যা হয়েছে। আবার পরের ফোড়গুলোতে সুতা পেচিয়েদেয়া হয়েছে। ফলে ভিন্ন একটা নকশার সৃস্টি হয়েছে।

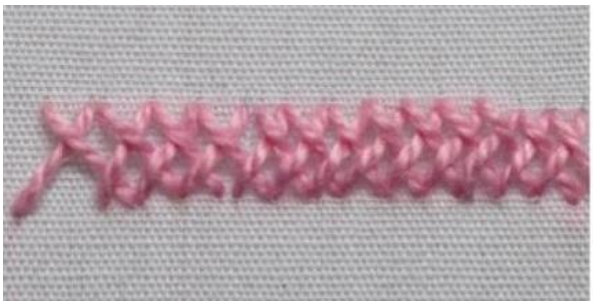

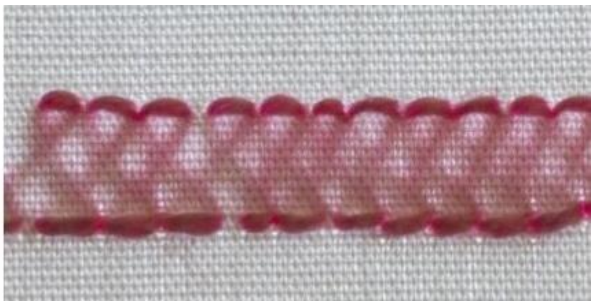

এভাবে আমরা আমাদের পোশাকের নকশায় এক সেলায় ব্যবহার করতে পারি

ডাবল হ্যারিংবোন

পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুতার ব্যবহার করে নতুন এক ধরনের নকশার সৃষ্টি করা হয়েছে। এভাবে ভিন্ন রঙের সুতা এবং সেলায়ের মাধ্যমের হ্যারিংবোন সেলায়কে একটি নতুন রুপ

দেয়া হয়েছে।

হ্যারিংবোন স্টীচের বিভিন্ন ফর্ম

এভাবে ভিন্ন রঙের সুতা এবং সেলায়ের মাধ্যমের হ্যারিংবোন সেলায়কে একটি নতুন রুপ দেয়া হয়েছে।

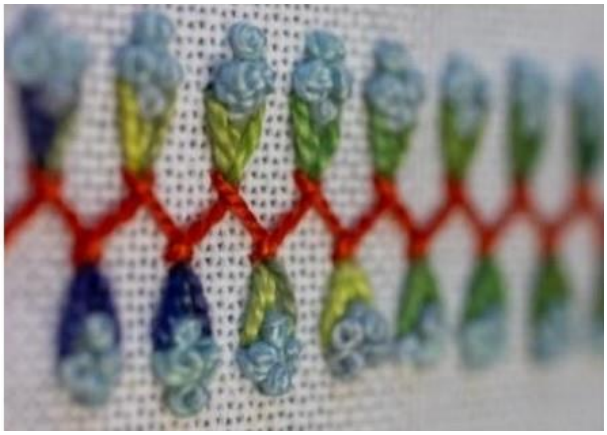

চেইন স্টীচ

পৃথিবীর প্রাচীনতম সেলাইগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চেইন স্টীচ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই সেলাই দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন নকশা এবং ফর্মে। শেকলের মতো একই ফোড়ের পুনারাবৃত্তির মাধ্যমে নকশা করা হয়। এর ফোড় গুলো তার পুর্ববর্তী ফোড়ের সাথে শেকলের মতো যুক্ত থাকে বলে একে চেইন স্টীচ বলে। শুধু হাতের সেলাই নয় মেশিনেও এই সেলাইয়ের মাধ্যমে নকশা করা হয়। নীচে এই চেইন সেলাইয়ের বিভিন্ন ফর্ম গুলো বর্ননা করা হলো।

সাধারন চেইন সেলাই

প্রথম ফোড়ের শেষ প্রান্ত থেকে দ্বিতীয় ফোড় শুরু করে শেকলের মতো সামনে এগিয়ে যায়। সেলাইয়ের সুবিধার জন্য নীচের ছবি গুলো অনুসরন করতে পারেন।

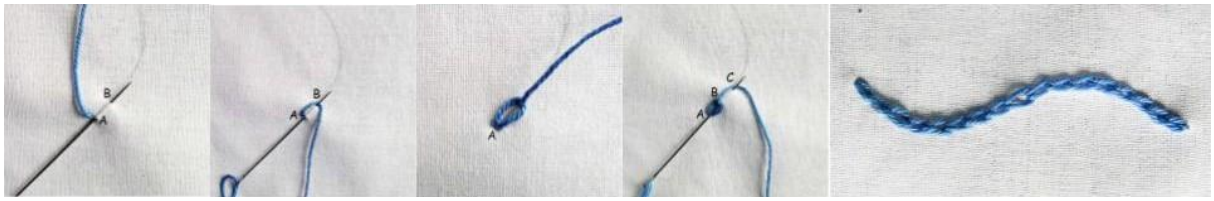

পেচানো চেইন সেলাই

সাধারন চেইন সেলাইয়ে প্রতি ফোড়ে সুতা পেচিয়ে এই সেলাই করা হয়। বোঝার সুবিধার জন্য নীচের ছবি গুলো লক্ষ্য করুন। নকশার সৌন্দর্য বাড়াতে পেচানোর জন্য বিপরীত রঙের সুতা ব্যবহার করতে পারেন।

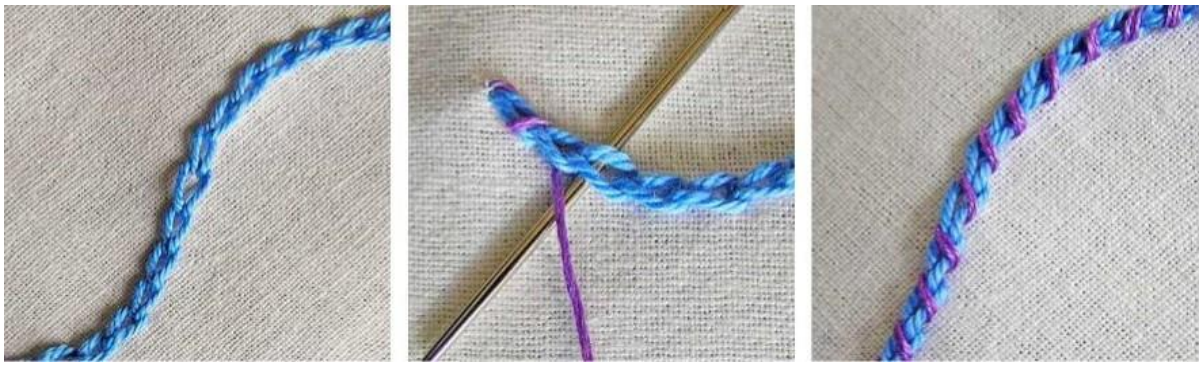

ডাবল চেইন সেলাই

ডাবল চেইন সেলাই, সাধারন চেইন সেলাইয়ের মতো একই রকমভাবে সেলাই করা হয়। তবে পার্থক্য হচ্ছে সাধারন চেইন সেলাই এইটি লাইনে করা হয় আর ডাবল চেইন সেলাই করতে দুইটি সমান্তরালভাবে লাইন ব্যবহার করা হয়। পরিস্কার ধারনা পেতে নিচের ছবি গুলো লক্ষ্য করুন।

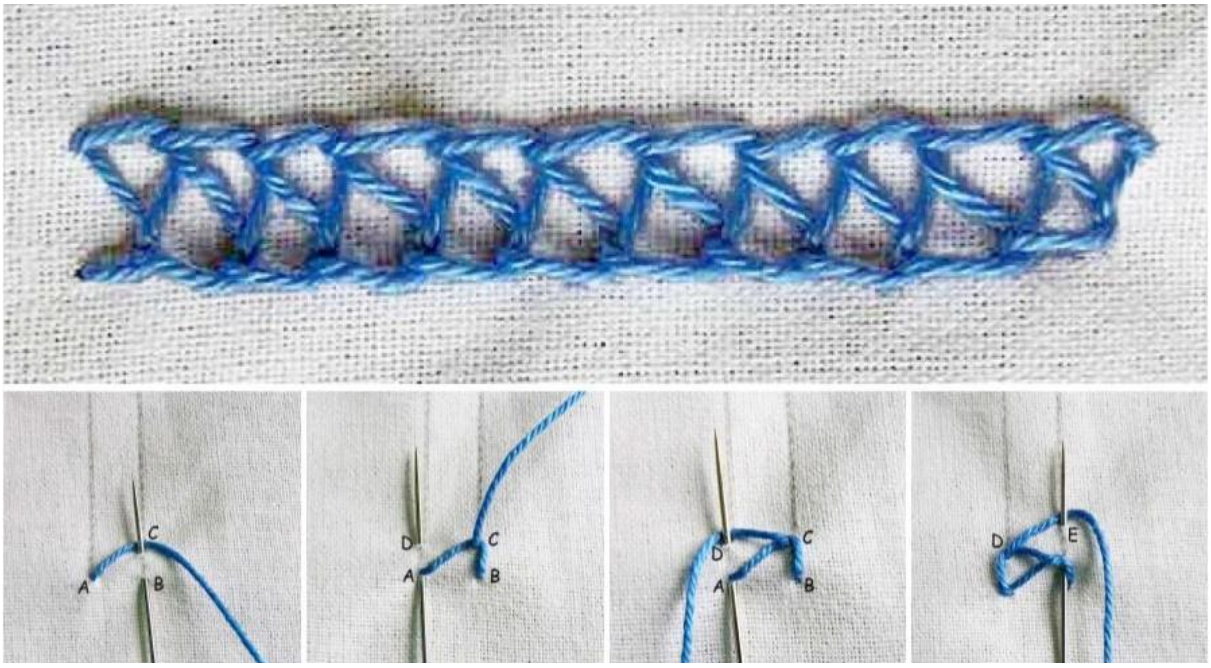

ম্যাজিক চেইন সেলাই

এই সেলাইয়ের ফোড় গুলো একটু জটিল। সুইয়ে একই মাপের দুই রঙের সুতা পড়িয়ে নিন। এরপর প্রথমে ফোড় তুলে চেইন বাধার সময় যেকোন একটি রঙের সুতা ব্যবহার করুন। অন্য রঙের সুতা আলাদা করে রাখুন। এবার প্রথম রঙের সুতা আলাদা করে রাখুন এবং দ্বিতীয় ফোড় তুলুন। চেইন বাধার সময় দ্বিতীয় রঙের সুতা ব্যবহার করুন। এভাবে প্রতিবার রঙ পরিবর্তন করে ম্যাজিক চেইন সেলাই করুন। সেলাইয়ের সুবিধার জন্য নীচের ছবিগুলোর সাহায্য নিন।

লেজি ডেইজি

এই সেলাই সাধারনত ফুলের পাপড়ি অথবা ছোট ফুলের নকশা করতে ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে বহুল ব্যবহৃত একটি নকশা হচ্ছে লেজি ডেইজি। নানারকম পোশাক সহ কাথা বা বিছানার চাদরে এই নকশার ব্যবহার হয়ে থাকে। সাধারন চেইন সেলাইয়ের মতো এতে প্রথম ফোড়ের সাথে সংযুক্ত হয় না। প্রতিটি ফোড় একটি সতন্ত্র নকশা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

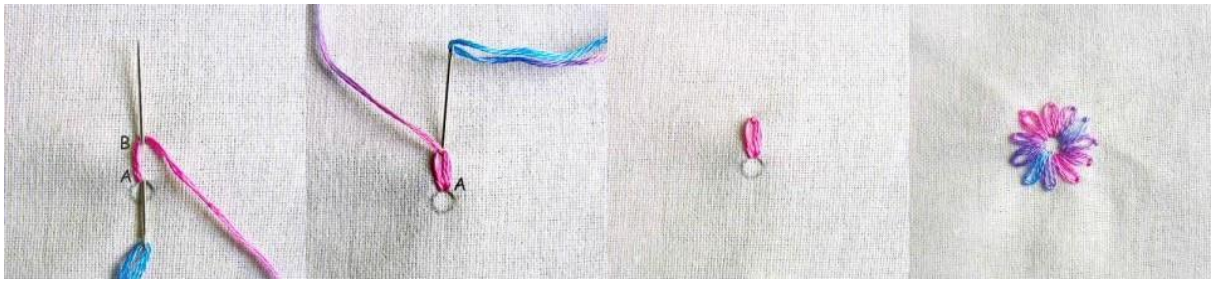

রাশিয়ান চেইন স্টীচ

নাম শুনেই আমরা বুঝতে পারছি এই চেইন স্টিচের জন্ম রাশিয়াতে। রাশিয়ান নকশায় এই সেলাইয়ের ব্যবহার দেখা যায়। রশুনের কোয়ার আকারে তিনটি লেজি ডেইজি চেইন সেলাই কে একত্রিত করে লম্বাকৃতিতে এই নকশা করা হয়। সাধারন্ত নকশার বর্ডারে এই সেলাইয়ের ব্যবহার করা হয়। নীচের ছবিতে সেলাইয়ের বিভিন্ন ধাপগুলো দেখানো আছে।

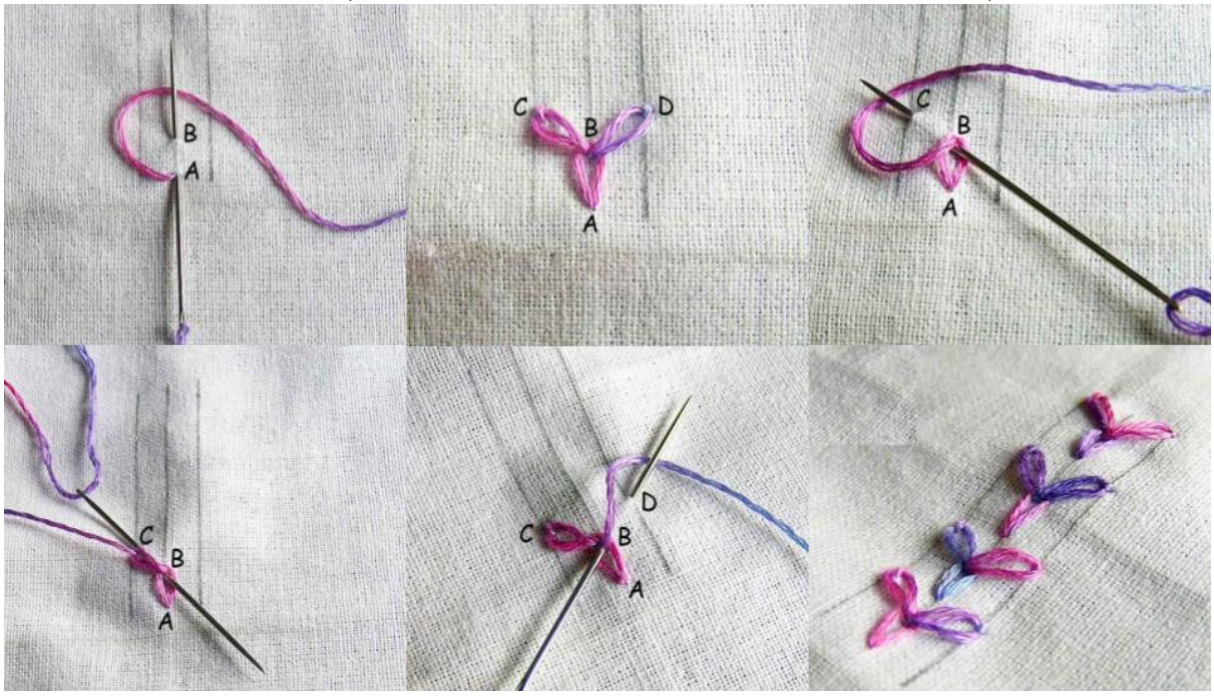

লেজওয়ালা ডেইজি

এই সেলাই মুলত লেজি ডেইজির একটি ভিন্ন সংস্করণ। লেজি ডেইজি থেকে এর পার্থক্য হল এর একটি দীর্ঘ 'লেজ' রয়েছে যা নকশায় ভিন্ন চেহারায় দেয়। নিচে ছবির মাধ্যমে এই সেলাইয়ের বর্ননা করা হলো।

বাসকিউ চেইন সেলাই

এই সেলাইয়ের জন্ম মুলত স্পেনের বাসকিউ প্রদেশে। ইউরোপে বহুল প্রচলিত এই সেলাই আমাদের দেশেও ব্যবহার হয়। দেখতে বেশ জটিল মনে হলেও এই সেলায় বেশ সহজ। পাশের ছবির মাধ্যমে সেলাইয়ের পদ্ধতি দেখানো হলো।

উল্টো চেইন সেলাই

দৃশ্যত এই সেলাইয়ের সাথে সাধারন চেইন সেলাইয়ের তেমন কোন পার্থক্য নাই। তবে সেলাইয়ের পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। সাধারনত চেইন সেলাই নিচ থেকে উপরের দিকে যায় কিন্তু এই সেলাই উপর থেকে নীচে নামে। আর এজন্যই একে উল্টো চেইন সেলাই বলে। সেলাইয়ের পদ্ধতি ছবির মাধ্যমে দেখানো হলো।

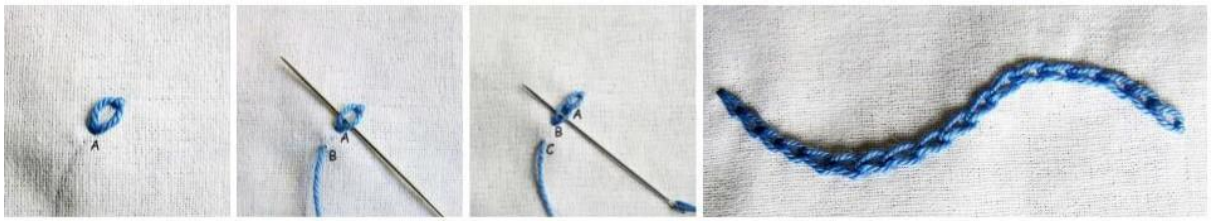

এক্সারসাইজ

বিভিন্ন ধরনের সেলাইয়ের নমুনা প্রস্তুত করুন।

- প্রয়োজনিয় উপকরণ
- A3 আকারের নকশার কাগজ
- ট্রেসিং পেপার
- কার্বন কাগজ
- ৯" × ৯" আকারের কাপড়
- স্কেল
- পেন্সিল
- ইরেজার
- বিভিন্ন রং এর সুতা
- সূই
- হুপ/ফ্রেম
- কাঁচি

পদ্ধতি

ট্রেসিং কাগজে নমুনা নকশা আঁকিয়ে কাপড়ে নকশার ছাপ দেই। ফ্রেমে দৃঢ়ভাবে কাপড় আটকে নেই। হ্যারিংবোন সেলাই ব্যবহার করে নকশা সেলাই করুন। হেমিং ব্যবহার করে কাপড়ের প্রান্তগুলি মুড়িয়ে দেই। সেলাইয়ের নমুনাটি আপনার ব্যবহারিক ফাইলে সংযুক্ত করুন।

দ্রষ্টব্য: শিক্ষার্থীকে সমস্ত ফ্ল্যাট সেলাইয়ের নমুনা তৈরি করতে হবে।

টিপ: উজ্জ্বল রঙের সুতা হালকা রঙের কাপড়ের উপর ভাল দেখাবে।

অধ্যায় ৬: সুই

হাতের কাজের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে সুই। বাজারে অনেক ধরনের সুই পাওয়া যায় যা আমাদের জন্য অনেক সময় বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দারায়। আবার সঠিক সুচ নির্বাচন করতে না পারলে সেলাইয়ের মান খারাপ হতে বাধ্য। সুচ মোট হলে সেলাইয়ের পর কাপড়ে গর্ত হয়ে যায়, আবার চিকন হন হলে প্রতি ফোড়ে সুচ বের করতে যুদ্ধ করতে হয়। এছাড়াও সুতা পড়ানোর সমস্যা থেকে শুরু করে নানা রকম সমস্যা হতে পারে যা আমাদের কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সুই নির্বাচন করার ক্ষেত্রে অন্যের পরামর্শের চেয়ে আপনার নিজের সুবিধাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিভিন্ন রকম সুই ব্যবহার করে কাজ অনুযায়ী আপনার পছন্দের সুইটি নির্বাচন করুন। নির্বাচন করার ক্ষেত্রে মনে রাখবেন সুই সাধারণত সংখ্যা দিয়ে পরিচিত হয়। সুই এর সংখ্যাটি যত বেশি হবে, সুই তত বেশি ভালো হবে।

এমব্রয়ডারি সুই এমব্রয়ডারি সুই এর শীর্ষবিন্দু অত্যন্ত ধারালো এবং এর মাঝারি দৈর্ঘ্যের একটি সরু চোখ আছে। এই সুইগুলো ১-১২ নম্বর পর্যন্ত পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৬-৮ নম্বর সুই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। এই সুইগুলো সূক্ষ নকশা তোলার কাজ, হোয়াইটওয়ার্ক এবং জরীর কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়।	
টেপেস্ট্রি সুই টেপেস্ট্রি সুইগুলির শীর্ষবিন্দু কিছুটা ভোঁতা হয়। এর একটি বড় চোখ আছে। সাধারণত ক্রস সেলাই, গুজরাটি সেলাই এবং গণনাকৃত থ্রেড এমব্রয়ডারির জন্য এই সুচ ব্যবহার হয়। এই সুইগুলো ১৩-২৮ নম্বর পর্যন্ত পাওয়া যায়।	
মিলিনার সুই নিখুঁত হাতের কাজের জন্য মিলিনার সুই ব্যবহার করা হয়। এই সুইগুলি একটু লম্বা এবং চিকন হয়ে থাকে। এর চোখ সুইয়ে ঘের এর সমান হয়। আলংকারিক সেলাই যেমন বুলিয়ন, ফ্রেঞ্চ নট ইত্যাদি সেলাইয়ের জন্য এই সুইগুলো ব্যবহার করা হয়। এই সুইগুলো ১-১০ নম্বর পর্যন্ত পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৫ নং সুই বেশি ব্যবহৃত হয়।	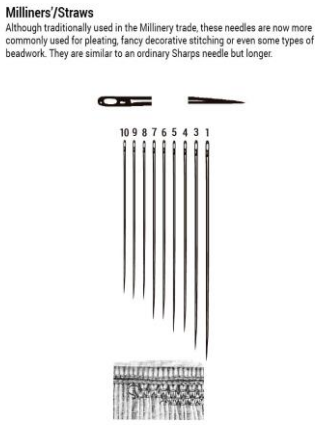
পুতির সুই বাজারে পাওয়া যায় এমন সুইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে চিকন সুই হচ্ছে এই পুতির সুই। সাধারণত সুক্ষ পুতির কাজের জন্য এই সুই ব্যবহার হয়। উন্নত ইস্পাতের তার দিয়ে তৈরি এই সুই গুল একটু লম্বা এবং সহজেই বাঁকানো যায়। এর শীর্ষবিন্দু খুব তীক্ষ্ণ এবং চোখ ছোট হয়। এই সুইগুলো ১০-১৫ সাইজে পাওয়া যায়।	

চেনিল সুই চেনিল সুইগুলি অনেকটা টেপেস্ট্রি সুইয়ের মতো, তবে এর শীর্ষবিন্দু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এই সুইগুলি টেপেস্ট্রি সুইয়ের মতো ১৩-২৮ সাইজে পাওয়া যায়।	

অধ্যায় ৭: সুতা

সেলাইয়ের কাজে সুতা একটি মৌলিক উপকরণ। তাই কাপড়, সুই এবং ডিজাইন নির্বাচনের মতো সেলাইয়ের সুতা নির্বাচন সম্পর্কে জানাও অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। সুতা নির্বাভনের ক্ষেত্রে রঙ, টেক্সচার, দৈর্ঘ্য, বেধ এবং চূড়ান্ত প্রভাব এবং এর উপযুক্ততার বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। সুতার বেধ নিয়ে কোন নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। নকশাকার তার পছন্দ অনুযায়ী এক তার, দুই তার বা তিন তার সুতা ব্যবহার করবেন। সাধারণত ৬ তারের বেশি সুতা নকশা সেলাইয়ের করার কাজে ব্যবহার হয় না। আবার অনেক সময় কোন কোন সুতার ১ তার অন্য সুতার ৬ তার সুতার মতো মোটা হয়।

সাধারণত সুক্ষ এবং নিখুঁত কাজের জন্য রেশমি সহ চিকন তারের সুতা ব্যবহৃত হয়। এই সুতার কাজে সময় বেশি লাগলেও চিকন সুতায় নকশা করা পণ্য বেশি দামে বিক্রয় হয়। অপরদিকে মোটা সুতা করা কাজে সময় কম লাগলেও এতে নকশা তুলনামুলকভাবে কম সুন্দর হয়। এবং ক্রেতা বেশি দাম দিতে চায় না।

পার্ল কটন সুতা সেলাইয়ের কাজে সারা বিশ্বে এই সুতা ব্যবহার হয়। চকচকে, মসৃণ, চিকন এবং পেঁচানো এই সুতার টেক্সচার অনেকটা মুক্তা মতো। আমাদের দেশেও এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণত দামী পোশাকে সুক্ষ নকশা তোলার কাজে এই সুতা ব্যবহার হয়। প্রচলিত ভাবে আমরা একে ডিএমসি বা আংকর সুতা বলে ডাকি।	
জড়ির সুতো সোনা, রূপা, প্লাটিনাম, তামাটে রঙের এই সুতা সেলাইয়ের সৌন্দর্য বাড়াতে ব্যবহার হয়। নকশার আউটলাইন সহ কারচুপির কাজে এই সুতা ব্যবহার নকশায় নতুন মাত্রা যোগ করে।	
রেশম এবং রেয়ন সুতা রেশমি সুতার কাজ পোশাকে একধরনের আভিজাত্য প্রকাশ করে। তুলনামূলকভাবে দাম বেশি তাই এই সুতা দিয়ে নকশা করা পোশাকের দাম অন্যান্য পোশাকের তুলনায় বেশি হয়। রেয়ন সুতা দেখতে অনেকটা রেশমি সুতার মতো। বেশ শক্ত এই সুতা দিয়ে করা নকশার ফিনিশিং খুব ভালো আসে না। তুলনামূলক ভাবে সস্তা এই সুতার ব্যবহার সাধারণ পোশাকে দেখা যায়।	
ওভারডাইড থ্রেড প্রচলিত ভাবে শেড সুতা নামে পরিচিত এই সুতার ব্যবহার আমাদের দেশে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। একটি সুতাতে এক বা একাধিক রঙের ব্যবহার করে এই সুতা রেশমি, পার্ল কটন, প্যালেক্স বিভিন্ন ফর্মে পাওয়া যায়।	

প্যালেক্স সুতা বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয় প্যালেক্স সুতা। মোটা পাকানো টেক্সচার এর এই সুতা সস্তা এবং সুলভ হওয়াতে আমাদের দেশের হাতের কাজে এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। এর অতি উজ্জ্বল রঙ সাধারণ ক্রেতাদের আকর্ষণ করে। কিছুটা মোটা হওয়ার এই সুতা ব্যবহার করে সেলাই কর্মীরা অল্প সময়ে অনেক বেশি জায়গা সেলাই করতে পারে।	
উল নকশার প্রয়োজনে অনেক সময় উলের সুতা ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে ঘন এবং চকচকে সেলায়ের ক্ষেত্রে উল ব্যবহারের প্রচলন আছে।	

অধ্যায় ৭ঃ এমব্রয়ডারি হুপ বা ফ্রেম

কাপড়কে টান করে ধরে রাখতে এমব্রয়ডারি হুপ বা ফ্রেম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি উপকরণ। ফ্রেম হচ্ছে দুটি রিং এর একটি সেট; একটি রিং এর ভিতরে অন্য রিং এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে কাপড় দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে এবং এর উপরিতল মসৃণ হয়ে ওঠে যাতে করে সহজে সেলাইয়ের ফোড় তোলা যায়। সেলাইকে সুন্দর এবং নিখুঁত করতে সবসময় কাপড়ে ফ্রেম ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। ফ্রেম বা হুপ ব্যবহার করলে সেলাই সুন্দর এবং ঝরঝরে চেহারা পায়।

কাপড় সেলাইয়ের ফ্রেম সাধারণত কাঠের হয়, এছাড়াও প্লাস্টিক এবং ধাতুর তৈরি ফ্রেম পাওয়া যায়। প্লাস্টিক ফ্রেম সহজে ভেঙ্গে যায় এবং দাগ হয়। মেটালের ফ্রেম ভেঙ্গে না গেলেও এতে মরিচা ধরে যা কাপড়ে লাগলে দাগ হইয়ে যায়। তাই সেলাইয়ের কাজের জন্য কাঠের ফ্রেম সেরা। ফ্রেমগুলি সাধারণত ৩-১২ ইঞ্চি ব্যস এর হয়ে থাকে। ফ্রেম এর কাপড়ের টান কমবেশি করতে নাট এবং বোল্ট আছে। ফ্রেমের টানে অনেক সময় কাপড় ছিঁড়ে যেতে পারে। তাই ফ্রেমের ভেতরের অংশে একটা কাপড় পেঁচিয়ে নিতে পারেন। এতে কাপড় ফ্রেমের সাথে শক্তভাবে সেট হয়ে থাকবে

অধ্যায় ৮ঃ হাতের সেলাইয়ের জন্য উপযুক্ত কাপড়

হাতে করা সুই সুতার কাজের জন্য সবচেয়ে ভালো সুতি কাপড়। সিনথেটিক কাপড়ের ফাইবার অনেক সময় স্ট্রেচ করার ফলে সেলাই আঁকাবাঁকা সহ কাপড়ে গায়ে বসে না। তাই অনেক সময় দেখতে খারাপ লাগে। কাপড়ের দীর্ঘস্থায়িত্ব সহজে ব্যবহার করা যায় বলে ক্রেতারা সিনথেটিক কাপড় হাতের কাজের নকশা করা পোশাক কিনতে চায়। এজন্য হাতে নকশা করা পোশাক ডিজাইন করতে কাপড় নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন কাপড়ের সাথে কোন নকশা তার বাণিজ্যিক মূল্য এসবই বিবেচনা করে একটা পোশাক ডিজাইন পরিকল্পনা করতে হয়।

কাপড়ের টেক্সচার

কাপড়ের টেক্সচার হল একটি কাপড়কে আমরা যেভাবে দেখি এবং অনুভব করি। কাপড়ের বিশেষ গুণাবলি পোশাক ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কাপড়ের টেক্সচার দিয়ে আপনি যে কোনও কিছুর গুণগত মান উন্নত করতে পারেন। পোশাকের সাথে আমাদের যে আবেগময় সম্পর্ক তৈরি হয়, তাতে টেক্সচারের বিশেষ ভূমিকা থাকে। তাই পোশাক ডিজাইন করার ক্ষেত্রে সঠিক টেক্সচারের কাপড় নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

সুতি

হাতের নকশার পোশাকের জন্য সেরা কাপড় হচ্ছে ১০০% সুতি কাপড়। সুতি কাপড়ের একটি সুন্দর, আঁটসাঁট বুনন থাকে যা বিভিন্ন ধরনের সেলাই এবং নকশাকে ফুটিয়ে তোলে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হওয়ার কারণে আমাদের ক্রেতাদের কাছেও সুতি কাপড়ের চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকে। আমরা সাধারণত ভয়েল এবং পপলিন কাপড় ব্যবহার করি। এটি দামেও কম, বিভিন্ন রঙ এ সবখানে সহজে পাওয়া যায়।

লিনেন লিনেন কাপড়ের টেক্সচার আপনার ডিজাইন এবং সেলাইকে অসাধারণ একটা রূপ দিতে পারে। শক্ত বুননে ১০০% লিলেন কাপড় পোশাকে এক ধরনের আভিজাত্য প্রদান করে। এর সহজ ব্যবহার এবং একইসাথে আরামদায়ক হওয়ার কারণে ক্রেতারাও পছন্দ করে। এর টেক্সচারের কারণে এর রংগুলোও আকর্ষণীয় হয়। আমাদের দেশে গার্মেন্টস গুলোতে এই কাপড় প্রচুর ব্যবহার হয়। বাজারে খুব সুলভ না হওয়ার কারণে এর ব্যবহার খুবই সীমিত	
ডেনিম ডেনিম শক্তিশালী সুতি কাপড় যা আমাদের কাছে জিনস কাপড় নামে বেশি পরিচিত। ছেলেদের ট্রাউজার এ মূলত ডেনিম এর ব্যবহার বেশি হয়। ইদানীং মেয়েরাও ডেনিমের ট্রাউজার ব্যবহার করছে। ট্রাউজার ছাড়াও জ্যাকেট সার্ট, কুর্তা, পাঞ্জাবি সহ সবরকম পোশাক এখন ডেনিম কাপড় দিয়ে বানানো হয়। বাজারে বিভিন্ন রকমের ডেনিম কাপড় পাওয়া যায়। জনপ্রিয় পোশাক হিসাবে তরুণ প্রজন্মের কাছে ডেনিমের চাহিদা সবার আগে। ইদানীং ডেনিমের উপর নানারকম নকশা করা পোশাক সকলের কাছে খুব জনপ্রিয়।	
কর্ডুরয় কর্ডুরয় হল একটি নরম, টেকসই ফ্যাব্রিক যার দৃশ্যমান লম্বা রিব আছে যাকে ওয়েলস বলা হয়। এটি সাধারণত সুতি কাপড় হয়ে থাকে উল থেকে তৈরি হতে পারে। যেহেতু এটি একটি ভারী ফ্যাব্রিক, তাই কর্ডুরয় শরৎ এবং শীতের জন্য উপযুক্ত। প্যান্ট, ব্লেজার, জ্যাকেট সহ কুর্তা বানাতে পারেন। সাথে হাল্কা সেলাই পোশাকে নতুনত্ব প্রদান করবে।	
সিল্ক সিল্ক একটি প্রাকৃতিক আঁশ যা রেশম কীট দ্বারা উৎপাদিত হয়। এটি টেকসই এবং চকচকে। একই সাথে এর কোমলতা অন্য সব কাপড় থেকে ভিন্ন এবং বেশি। আমাদের দেশের নারীপুরুষ সকলের কাছে আনুষ্ঠানিক পোশাক হিসাবে সিল্ক সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। বাজারে বিভিন্ন রকম সিল্ক পাওয়া গেলেও এর মূল্য বেশি হওয়ার জন্য একে আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে দেখা হয়। বাজারে এখন একরকম কৃত্রিম সুতার সিল্ক পাওয়া যায়।	

অধ্যায় ৯ঃ সূচিকর্মের ত্রুটি এবং সংশোধন

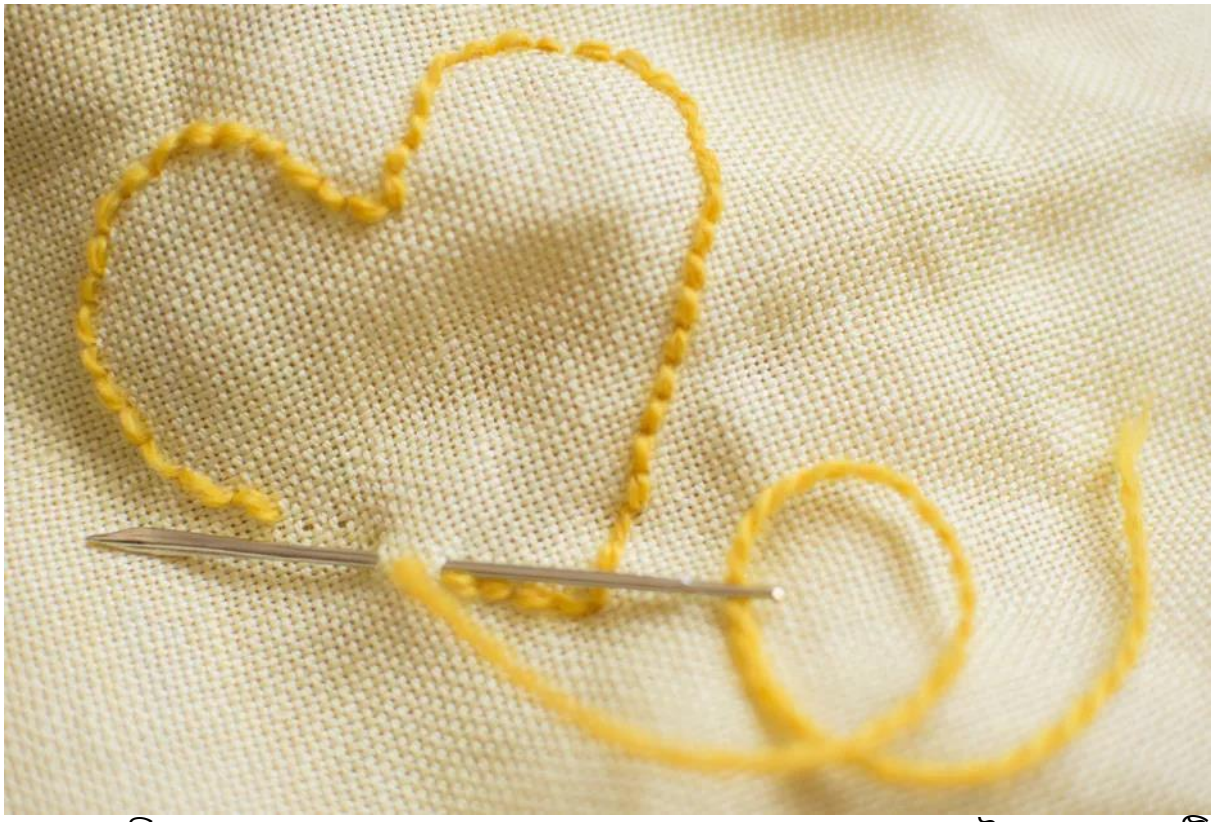

এমব্রয়ডারির কাজ করার সময় বা শেষ হওয়ার পরে, অনেক সময় সেলাইয়ের মাঝে ত্রুটি দেখা দেয়, পুরো কাজের সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দেয়। একজন দক্ষ সেলাই কর্মী এই ত্রুটিগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে এবং তা সংশোধন করতে পারেন। সেলাইয়ে ফোড়ের কমবেশি, একই বিন্দু থেকে বারবার সুই এর ব্যবহার, পাতলা কাপড়ে মোট সুতা অথবা সুই ব্যবহারের ফলে সেলাই ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং আপনার প্রিয় পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। এতে পণ্যের মান খারাপ হয়ে যায়। ক্রেতা ভালো দাম দিতে চায় না আবার ক্রেতা বা বড় ফ্যাশন হাউজগুলো পুরো কাজ বাতিল করে দিতে পারে। মনে রাখতে হবে শুধু সেলাই করলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না, ফিনিশিং ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন দক্ষ কর্মী এবং সংগঠক হিসাবে আপনাকে ভুলগুলো চিনতে এবং তা সংশোধন করতে জানতে হবে। নীচে আমরা সেলাইয়ের সাধারণ ভুলগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো এবং কিভাবে তা সংশোধন করা যায় তা জানবো।

উপস্থিত অংশগ্রহনকারীদের মধ্য থেকে ২-৩ জন তাদের প্রাসংগিক অভিজ্ঞতা বর্ননা করবেন। মডারেটর তাদের অভিজ্ঞতা থেকে কাজের ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। একই সাথে তারা কিভাবে তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করেছেন তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনার সুবিধার্থে নীচে সেলাইয়ের কাজের ত্রুটি এবং এর সংশোধনগুলো বর্ননা করা হলো।

সূচিকর্মের ত্রুটি

কাপড় ফুটো হয়ে যাওয়া বা সুইয়ের কারণে ছিদ্র হওয়া। নিম্নলিখিত কারণে সেলাইয়ে এই ত্রুটির সৃষ্টি হয়:

- ভুল সূচের ব্যবহার
- একই বিন্দুতে বারবার সেলাই করা, বিশেষ করে এমব্রয়ডারির কোণে।
- প্রয়োজনে সঠিকভাবে ব্যাকিং ব্যবহার না করা
- সেলাইয়ে ফোড় বের করার সময় অসতর্ক ভাবে টান দেওয়া বা সুতা জড়িয়ে ফেলা।
- অসতর্কতার কারণে নকশার মাঝে বা ধারে অনেক সময় সেলাই বাদ পরে যায়, ফলে পণ্যের গুনগত মান খারাপ হয়ে যায়।
- বড় কোন নকশা সেলাই করতে অনেক সময় সুতা সামনের দিকে ছাড়া পরে যায় বা বের হয়ে থাকে। ফলে নকশা দেখতে খারাপ হয়ে যায়। এটাকে মিস ট্রিমস বলে
- পণ্যে ভুলভাবে নকশার বিন্যাস। এই ত্রুটি মূলত ট্রেসিং আঁকানোর ভুলে হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্যাটার্ন আঁকানোর ক্ষেত্রে মাঝে অস্বাভাবিকভাবে ঘনত্ব বেরে যায় অথবা ফাকা হয়ে যায়। ফলে নকশা অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে।
- অনেকসময় নকশা সাথে সেলাইয়ের কোন সামঞ্জস্য থাকে না। তখন পণ্যের মান খারাপ হয়ে যায়।
- নকশার কোন বা বাক গুলো ঠিকমতো হয় না। সুতা দলা পাকিয়ে থাকিয়ে
- ভরাট কাজের কোন জায়গায় সেলাইয়ের ঘনত্ব বেশি থাকে আবার কোথাও কম।
- খারাপ ফ্রেমিং বা হুপিংয়ের কারণে সেলাইয়ের চারপাশ কুঁচকে যায় এবং কাপড় জড়িয়ে থাকে।

ভুল সংশোধন

- কাপড়ের ক্ষতি এড়াতে জন্য কাপড়ের ধরন মাথায় রেখে ডিজাইন সুতা নির্বাচন করুন। সুই নির্বাচনে সতর্ক হোন।
- সেলাইয়ে মাঝে ব্যবধান কমবেশি মনে হলে পিছন থেকে আবার ঘুরিয়ে সেলাই না করে, সুইয়ের ভোতা অংশ দিয়ে সেলাই খুলে পুনরায় সেলাই করুন।
- সেলাইয়ের ফ্রেম খেয়াল করুন। এটি যথাযথ ভাবে টান করুন। খুব ঢিল অথবা টান হলে সেলাইয়ের মান খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া ফ্রেম মজবুত করে লক করুন। অনেক সময় সেলাইয় করতে করতে ফ্রেমে কাপড় ঢিল হয়ে যায়।
- অতিরিক্ত সুতা কাটতে কাচি ব্যবহার করুন। সেলাইয়ের গিট পিছন থেকে বন্ধ করুন। খেয়াল রাখবেন সেলাইয়ের পিছনে অতিরিক্ত সুতা আপনার কাজের মান কমিয়ে দেয়।
- নকশার একই বিন্দুতে বার বার সুই ফোড়াবেন না, এতে কাপড় ফুটো হয়ে জাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ট্রেসিং এ মনোযোগী হোন। কাপড়ে নকশার ছাপ ভালো না হলে সেলাই ভালো হবে না।
- সুইয়ে সুতা ভরানোর আগে এতে কোন গিট আছে কিনা পরীক্ষা করুন এবং এর পাক গুলো ছাড়িয়ে নিন। এতে ফোড় তোলার সময় সুতায় জট বাধবে না।

সেলাইয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ টিপস

- সেলাইয়ের কাজ শুরু করার ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন। এতে কাপড়ে কোন অবাঞ্ছিত দাগ লাগার সম্ভাবনা কমে যায়।
- সেলাইয়ে আগে ব্যবহৃত হুপ বা ফ্রেম) ভালোভাবে লক করুন। ফ্রেম যাতে আলগা না হয়ে যায়, প্রয়োজনে ফ্রেমের চারপাশে আলগা কাপড় লাগিয়ে নিন। আপনার কাপড়ে টান লেগে ফেঁসে হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।
- সেলাইয়ের জন্য ব্যবহৃত সুতা ১৭ ইঞ্চি বেশি হওয়া উচিত না। সুতা বড় হলে ফোড় তোলার সময় জট পাকিয়ে যায় ফলে সেলাই এবং কাপড় দুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- সুতায় গিট দেবেন না। কাপড়ের উলটো দিক থেকে ফোড় তুলে সুতাটি ধরে রাখুন। সেলাই পিছে সুতার প্রান্তটি লুকিয়ে ফেলুন। একইভাবে সেলাই শেষ হলেও একই ভাবে সুতার প্রান্ত সেলাইয়ের পিছনে লুকিয়ে ফেলুন। এতে আপনার সেলাই পরিষ্কার দেখাবে।
- সেলাইয়ের সময় কাপড়ে নকশার ছাপ খেয়াল করুন যাতে নকশা ভালোভাবে প্রকাশ পায়।
- ফ্রেমের মধ্যে কাপড় আলতোভাবে ধরুন। অন্যথায় এটা আলগা হয়ে যেতে পারে।
- সেলাইয়ের সরঞ্জামগুলো হাতের কাছে একটি বাক্সে গুছিয়ে রাখুন।
- সেলাইয়ের ফ্রেম পরিষ্কার স্থানে সংরক্ষণ করুন।
- অসম্পূর্ণ সেলাই নিরাপদ এবং পরিষ্কার স্থানে সংরক্ষণ করুন।
- পরিষ্কার এবং শুকনা স্থানে সেলাই করুন। এতে কাপড় নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা কমে যায়। কাপড়ে দাগ হয় এমন বস্তু দূরে রাখুন।
- সরাসরি সূর্যের আলোতে এমব্রয়ডারি করা কাপড় শুকাবেন না; এতে রং নষ্ট হয়ে যাবে।
- জরির কাজ (রূপা বা সোনালি) করার সময় পারফিউম বা সুগন্ধি দূরে রাখুন। এতে জরির রঙ বিবর্ণ হয়ে যায়।
- দিনের আলোতে সেলাই করুন। এতে চোখের উপর চাপ কম পরবে।
- পাকা রঙের সুতা ব্যবহার করুন । সেলাইয়ের আগে সুতার রঙ পরীক্ষা করে নিন।
- সেলাইয়ের সময় সুই মাথায় ঘুষবেন না, পান, চা অথবা ধূমপান করবে না। এতে কাপড়ে তেলের দাগ লেগে যায়। এছাড়া পান বা চায়ের কষ কাপড়ে লাগার সম্ভাবনা থাকে।

অধ্যায় ১০ঃ সেলাই করার সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

আঙ্গুল বন্ধনীর ব্যবহার

আমাদের দেশের সেলাই কর্মীরা আঙ্গুল বন্ধনীর সাথে পরিচিত। সেলাইয়ের সময় আঙ্গুলে যাতে সুই না ঢুকে যায় তার জন্য এই আঙ্গুল বন্ধনী ব্যবহার করা হয়। এটি আমাদের দেশের সেলাই কর্মীরা নিজেদের ঘরে তৈরি করে ব্যবহার করেন। এই আঙ্গুল বন্ধনী দুই রকমের হয়ে থাকে। একটি পুরো আঙ্গুল ঢেকে রাখে। এবং অন্যটিতে মূলত আঙ্গুলের ডগা খোলা থাকে। সেলাইয়ের সময় আঙ্গুল বন্ধনীর ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি।

প্রাথমিক চিকিৎসা কিট ব্যবহার

সেলাইয়ের সময় সুই, কাচি সহ অন্যান্য ধারালো বস্তু ব্যবহার হয়। ধারালো বস্তু দ্বারা যেকোনো দুর্ঘটনার তাৎক্ষনিক সমাধানের জন্য সেলাইয়ের স্থানে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স রাখা অত্যন্ত জরুরী

অধ্যায় ১১ঃ ফিনিশিং

সেলাইয়ের কাজে মূল উপকরণ এবং পদ্ধতি, বিভিন্ন রকম কাঁচামাল, সেলাইয়ের নিপুণতা সহ ফিনিশিং এর চূড়ান্ত মান এবং মূল্য নির্ধারিত হয়। সেলাই শেষে ডেলিভারির আগে ফিনিশিং অত্যন্ত জরুরী একতা বিষয়। প্রাথমিকভাবে নিম্নে আলোচিত বিষয়গুলোর আলোকে ফিনিশিং এর কাজ করতে পারেন।

সুতার লেজ : সেলাইয়ের উলটো পাশে থাকা সেলাইয়ে প্রান্ত সুতাগুলো কেটে ফেলতে হবে। তবে খেয়াল রাখবেন গিট থাকলে তা যেন কাতা না পরে।

ফাকা সেলাই: সেলাই শেষে খেয়াল করুন নকশার সবখানে সমানভাবে সেলাই পরেছে কিনা। ফাকা থাকলে তা সেলাই দিয়ে পূরণ করে ফেলুন।

স্ট্রে থ্রেড: অনেক সময় কোন একটা সুতা আলাদা ভাবে বের হয়ে আসে। সেক্ষেত্রে সুতার গিট না কেটে গিটের কাছাকাছি যতটুকু সম্ভব কেটে ফেলবেন।

আয়রনিং: যদি সেলাইয়ের কারণে অনেক সময় কাপড় কুচকে যায়। এক্ষেত্রে কাপড়ের সেলাই করা জায়গাতে হাল্কা পানি ছিটিয়ে গরম ইস্ত্রি ডলতে পারেন। এভাবে এক বা একাধিক বার সেলাইয়ের উপর গরম ইস্ত্রি দিলে সেলাইয়ের ধারে কুঁচকানো ভাব কমে যাবে।

এমব্রয়ডারি করা পণ্যে দাগ: সেলাইয়ের সময় নকশার ছাপ, তেল, বা ধুলার কারণে কাপড় ময়লা দাগ পরে। হয়ে যায়। কাপড়ে ময়লা দাগ তুলতে সাবান ব্যবহার করতে পারেন।

ক্ষতিগ্রস্ত এমব্রয়ডারি পণ্য: সেলাই করতে যেয়ে হুপিং বা ফ্রেমিং কারণে কাপড় ফেঁসে যেতে পারে। আবার নানা অসতর্কতায় কাপড় ফুটো হয়ে জেতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনার ক্লায়েন্টকে বিস্তারিত জানান এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করুন।

অধ্যায় ১২ঃ মজুরি নির্ধারণ

যেকোনো হাতের কাজের মজুরী নির্ধারণ বেশ কঠিন একটা কাজ। মজুরি নির্ধারণের সময় আমরা এমন কিছু ভুল করে থাকি যার ফলে আমাদের হাত থেকে কাজ চলে যায় আবার না বুঝে কাজ নেওয়ার ফলে লোকসানে সম্মুখীন হই। তাই কাজের ক্ষেত্রে সঠিক মজুরি নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ।

আসুন আমরা মজুরি নির্ধারণের প্রাথমিক ধাপ হিসাবে একটি পণ্য উৎপাদনের জন্য খরচের খাতগুলি চিহ্নিত করি -

মজুরি নির্ধারণ

খরচের খাত চিহ্নিত করতে নীচের গ্রাহকের কাছ থেকে কোন অর্ডার গ্রহণের শর্তগুলি আলোচনা করি-

কাচামালঃ মূল্য নির্ধারণে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে সেই পণ্যে কাঁচামাল। গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী কাঁচামালের প্রাপ্যতা, এর বাজার মূল্য, অতিরিক্ত চাহিদার কারণে বর্ধিত মূল্য বিবেচনা করতে হবে। যেমন আমাদের দেশে ঈদের জন্য নানা রকম সৌখিন কাপড়ের চাহিদা বেড়ে যায় সাথে দামেও প্রভাব পরে। আবার সুতার ক্ষেত্রে গ্রাহক কি ধরনের সুতা দিয়ে কাজ করতে আগ্রহী, অন্য কোন উপকরণ যেমন চুমকি, ডলার, বা কাচ ব্যবহার করবেন কিনা। করলে কি পরিমাণ করবেন তা ভালোভাবে জেনে নিন।

কাজের পরিমাণ: পণ্যের ডিজাইনে কি পরিমাণ সেলাই হবে তার উপর নির্ভর করে কাজের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। উদহারন স্বরূপ, একটি শাড়ির অলওভার কাজ হবে না শুধু পাড় এবং আচল হবে তার উপর ভিত্তি করে সেই শাড়ি সেলাইয়ের মূল্য নির্ধারণ হয়।

কাজের প্রকৃতি: ডিজাইনে কি ধরনের সেলাই হবে হবে তার উপর নির্ভর করে কাজের মূল্য নির্ধারিত হয়। শাড়ির উদহারন দিয়ে বলা যায়, সাধারণ কাঁথা সেলাইয়ের জন্য মজুরির থেকে নকশী সেলাইয়ের মজুরি বেশি হয়। একই রকম ভাবে প্যালেক্স সুতা দিয়ে নকশী কাজে মজুরির চেয়ে রেশম সুতার সুক্ষ নকশী কাজের মজুরি অনেক বেশি হয়ে থাকে। আবার বিভিন্ন রকম সেলাইয়ের সংমিশ্রণে ডিজাইন হয় এবং তার মজুরি ভিন্নরকম হয়ে থাকে। তাই মজুরি নির্ধারণে আগে কাজ সম্পর্কে গ্রাহকের কাছ থেকে পরিষ্কার ধারনা নিন।

অর্ডারকৃত পণ্যের পরিমানঃ গ্রাহক একই পণ্য কি পরিমাণ অর্ডার করছে তা বিবেচনায় নিন। একই ডিজাইন অনেক পিস করলে কাঁচামাল ব্যবহারে সাশ্রয় হয়।

কাজের সময়: কাজের প্রকৃত সময় হিসাব করুন। প্রতি ইউনিট কাজের সময় সহ পুরো কাজে কি পরিমাণ সময় লাগবে। একই সাথে হিসাব করুন কাজ করতে আপনার কতজন সহায়ক কর্মীর প্রয়োজন হবে এবং তাদের পারিশ্রমিক কত হবে।

ডেলিভারির স্পেসিফিকেশন: কাজ শেষে গ্রাহক কিভাবে পণ্য গ্রহণ করবে তা হিসাব করুন। গ্রাহক যদি কাপড় স্টার্চ করে আয়রন করে নেন তবে তা খরচ হিসাব করুন। এছাড়াও গ্রাহক ড্রাই ওয়াশ বা শুধু ওয়াশ করে নিতে পারে। গ্রাহকের কাছে তার চাহিদা জেনে নিয়ে হিসাব করুন।

যাতায়াত: কাজের জন্য যদি আপনার কোন জায়গায় যেতে হয় তার খরচ হিসাবে আনুন।

মুনাফা: সব খরচ যোগ করুন। মোট যোগ ফলের সাথে আপনার কাঙ্ক্ষিত মুনাফা যোগ করে আপনার পণ্য উৎপাদনের মজুরি নির্ধারণ করুন।

ফ্যাশনের ট্রেন্ড/ধারা এবং ফ্যাশন চক্র

লার্নিং অবজেক্ট:
পুরনো ফ্যাশন আবার নতুন করে ফিরে আসা। সাধারণভাবে আমরা সবাই এই বিষয়ে আলোচনা করলেও ফ্যাশনের চক্রের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আমাদের কোন ধারনা নাই। ফ্যাশনের ধারার এই চক্রাকার পরিবর্তনের শুরু এবং শেষ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা ফ্যাশনের ধারা কিভাবে কাজ করে সেসম্পর্কে জানতে পারবে।

পদ্ধতি: আলোচনা

উপকরন: ফ্লিপচার্ট অথবা প্রজেক্টর

সময়: ১ ঘন্টা

সময়ের সাথে সাথে ফ্যাশন পরিবর্তিত হয়। ফ্যাশনে প্রতিনিয়ত প্যাটার্ন, রঙ, বা অলংকরণ, ইত্যাদি পরিবর্তন করে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। ফ্যাশনে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এই ধারাকে ফ্যাশনের ট্রেন্ড বলে। কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ফ্যাশনের এই ট্রেন্ড বা ধারা নির্ভর করে না। কোন জনপ্রিয় তারকা সেলেব্রিটির পোশাক, ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং ফার্ম, ডিজাইনার শো কিংবা কাপড় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, আবহাওয়া, ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজনীতি সহ বিভিন্ন বিষয় ফ্যাশনের ট্রেন্ড তৈরিতে প্রভাবক ভূমিকা পালন করে। ফ্যাশন ট্রেন্ড বা ধারা চক্রাকারে পরিবর্তন হয়। মোটামুটি পাঁচটি পর্যায়ের মাধ্যমে এই চক্রটি পরিপূর্ণ হয়। পরীক্ষামুলকভাবে কোন ট্রেন্ড জন্ম নিয়ে তা ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠে এরপর জনপ্রিয়তা চূড়ান্ত অবস্থায় সেই ধারার জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এরপর নতুন একটা ধারার মাঝে তা বিলীন হয়ে যায়। ফ্যাশনের চক্রাকার প্রকৃতির কারণে, ক্রমেই হারিয়ে যাওয়া ধারা আবার নতুন রূপে ফিরে আসতে পারে। এখানে ফ্যাশন চক্রের ধাপগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১। পরিচিতি পর্যায়: ফ্যাশনে যখন কোন নতুন স্টাইল যোগ হয় তখন তাকে পরিচিতি পর্যায় বলে। বিভিন্ন সময়ে কোন বিশেষ সেলেব্রিটি তারকার নতুন ধরনের পোশাক, কোন ফ্যাশন শো অথবা প্রদর্শনী ইত্যাদি উৎস থেকে স্বল্প পরিসরে এর যাত্রা শুরু হয়। খুব বড় ডিজাইনার বা এমন ফ্যাশন হাউস যারা স্টাইল নিয়ে নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে থাকে তাদের মাধ্যমে এই মূলত এর পরিচিতি বৃদ্ধি পায়। শুরুতে এই জাতীয় ফ্যাশনে বল পণ্যের দাম বাজার চলতি অন্য পণ্যের দামের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

২। বিস্তৃতি পর্যায়: ফ্যাশনে পরিচিতি পর্যায়ের পরের ধাপ হচ্ছে বিস্তৃতি পর্যায়। ফ্যাশনে নতুন স্টাইল যখন ইন্ডাস্ট্রিতে যখন গ্রহণযোগ্যতা পায়, তখন তাকে ট্রেন্ড/ধারা বলে। এই ট্রেন্ডি ফ্যাশন পণ্য নানারকম সেলেব্রিটি সহ ফ্যাশন সচেতন ক্রেতারা সাধারণ ক্রেতাদের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলে। ফলে খুচরা বাজারে এই ধারার চাহিদা তৈরি হয়।

৩। শীর্ষ পর্যায়: বিস্তৃতি পর্যায় থেকে ফ্যাশনের যেকোনো ধারা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে জনপ্রিয়তা শীর্ষ অবস্থায় পৌঁছে যায়। সাধারণ ক্রেতারা তখন ফ্যাশনের এই ধারাতে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফ্যাশনের চলতি ধারা সম্পর্কে তাদের মধ্যে একধরনে নিরাপত্তা

বোধের সৃষ্টি হয়। বেশিরভাগ খুচরা বিক্রেতা এই ধারার পণ্য উৎপাদন করে এবং ব্যাপক উৎপাদনের কারণে সাধারণ ক্রেতা কম দামে পণ্য কিনতে পারে।

৪। পতন পর্যায়: ফ্যাশনের কোন ধারা তার জনপ্রিয়তার শীর্ষ পর্যায় থেকে ধীরে ধীরে পতনের দিকে ধাবিত হয়। এই অবস্থায় বাজারে চলতি ধারার পণ্যে অত্যধিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। ঠিক এই সময়ে যারা ফ্যাশন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন তাদের মধ্যে সাধারণ জনপ্রিয় পণ্যের পরিবর্তে নতুন ধারার পণ্য নিয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। তারা নিজেদের সকলের মাঝে নিজেদের আলাদা ভাবে প্রকাশ করতে চাইবে। কোন ধারার পতন পর্যায় এই অবস্থা থেকেই সৃষ্টি হয়।

৫। অপ্রচলিত পর্যায়: ফ্যাশন চক্রের শেষের এই পর্যায়, মূলধারার ফ্যাশন ব্যবহারকারীদের কাছে সেকেলে এবং আউট-অফ-ফ্যাশন হিসাবে বিবেচিত হয়। যারা প্রবর্তন বা বৃদ্ধির পর্যায়ে আছে তারা নতুন কোন ধারাকে অনুসরণ করা শুরু করে দিয়েছে এবং আগের ধারা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। অপ্রচলিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে পুরনো ধারাকে পরিত্যাগ করা। ফ্যাশনে একই ধারা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। পুরনো ধারা আবার নতুন ভাবে নতুন রূপে ফ্যাশন চক্রের প্রতিটি পর্যায় অতিক্রম করে।

ক্রেতার কত প্রকার এবং ক্রেতার সাথে যুক্ত থাকার উপাই

পাঠের উদ্দেশ্য: এই অধ্যায় অনুশীলন করলে অংশগ্রহণকারীরা ফ্যাশন পণ্যের বাজার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা পাবে। ফ্যাশন বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে মূলত আধুনিক এবং চলতি ধারার ক্রেতারা। তাই তাদের রুচি এবং পছন্দ অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও ক্রেতার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পদ্ধতি: আলোচনা

উপকরণ: ফ্লিপচার্ট অথবা প্রজেক্টর

সময়: ১ ঘণ্টা

সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে উৎপাদন, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ফ্যাশন পণ্য উৎপাদন সহ পোশাক শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী বছরগুলিতে এই শিল্পের আরও বিকাশ ঘটবে, নতুন ধরনের পণ্যের চাহিদা বাড়বে। একই সাথে বাজার চলতি ধারার পাশাপাশি টেকসই ফ্যাশন ধারা চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই একই সাথে প্রকৃতির সম্পর্কিত বিষয়গুলো আমাদের ফ্যাশনের বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে।

ফ্যাশন পোশাকের জীবনচক্র খুব সংক্ষিপ্ত। এখানে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ধারনা নিয়ে কাজ হচ্ছে। কোন ধারনা জনপ্রিয় হচ্ছে আবার কোনটা কম জনপ্রিয় হচ্ছে। দেশে এবং বিদেশের ফ্যাশন হাউস গুলো তাদের ব্যবসার মডেল এবং কৌশলগুলি উন্নত করতে এই সকল সৃজনশীল ধারণা গ্রহণ করে।

ফ্যাশন বাজারে ক্রেতাদের পছন্দ মোটামুটি তিন ভাগে করা যায়:

- যারা বাজারে সবসময় নতুন ডিজাইন খোঁজেন এবং চলতি ধারার পোশাক কেনেন। মাত্র ১৬ ভাগ ক্রেতা এই ধারার অনুসারী

- যারা সাধারণত ঐতিহ্যবাহী পোশাক পড়তে পছন্দ করেন। নিজেদের রক্ষণশীল সাজে প্রকাশ করেন। মোটামুটি ৩৪ ভাগ ক্রেতা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক কিনতে পছন্দ করেন।

- যারা ফ্যাশনের চাইতে পোশাকের মূল্য এবং এর ব্যবহারিক দিককে বেশি গুরুত্ব দেন। ক্রেতাদের মাঝে অন্তত ৫০ ভাগ ক্রেতা এই ধারার অনুসারী

যদিও চলতি ধারার ফ্যাশন পণ্যের ক্রেতা মাত্র ১৬ ভাগ যা মোট ক্রেতার মধ্যে সবচেয়ে কম কিন্তু এই অংশের ক্রেতা গন ফ্যাশনের বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন। এই ক্রেতারাই ফ্যাশনে বল পোশাক ক্রয়ের জন্য সবচেয়ে ব্যয় করে। এবং নিজেদের আত্মীয় বন্ধুদের কাছে পছন্দের পোশাকের ব্রান্ড সম্পর্কে জানানোর প্রবণতা দেখা যায়। এই ধারার ক্রেতারা সাধারণত ঐতিহ্যবাহী পোশাক কিনতে পছন্দ করেন এমন ক্রেতাদের চেয়ে পোশাক কিনতে ১.৭ গুন

বেশি ব্যয় করেন একই সাথে যারা পোশাকের মূল্য এবং এর ব্যবহারিক দিককে বেশি গুরুত্ব দেন তাদের চেয়ে ২.৭ গুন বেশি ব্যয় করেন।

ক্রেতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কৌশল:

এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে, ক্রেতাদের মনোযোগ পেতে অনেক বেশি কসরত করতে হয়। ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে নানারকম সৃজনশীল পদ্ধতি অবলম্বন করে, ক্রেতার কেনাকাটার অভিজ্ঞতাকে আরামদায়ক এবং স্মরণীয় করে তোলে। ক্রেতার আবেগকে বিবেচনায় নিয়ে ক্রেতার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বিশেষ কৌশলগুলো আলোচনা করা হল।

বিশেষ ছাড়: ক্রেতাদের আসন্ন সংগ্রহ থেকে পোশাকের প্রি-অর্ডার করতে পারেন এবং এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ছাড় পেতে পারেন। এতে ক্রেতার সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের সাথে সাথে পণ্য বিক্রয়ের নিশ্চয়তা থাকে

প্রতিক্রিয়া এবং পরামর্শ: ক্রেতাদের কাছ থেকে নিয়মিত প্রতিক্রিয়া নেওয়া। ক্রেতার পূর্বের কেনা পোশাক সম্পর্কে মন্তব্য কি? পোশাক নিয়ে নিয়ে অন্যরা কি মন্তব্য করছে। আবার পাইকারি ক্রেতা হলে কত তাড়াতাড়ি স্টক শেষ হয়েছে সে বিষয়ে পরামর্শ এবং প্রতিক্রিয়া নিন।

ভিআইপি বিশেষাধিকার: একবারে বড় অংকের পণ্য কিনলে বিশেষ গ্রাহকেরা সারা বছর বিশেষ সুবিধা, বছর শেষে উপহার, বিশেষ মূল্যছাড় ইত্যাদি সুবিধা পেতে পারে।

ক্রেডিট: পাইকারি ক্রেতারা এই সুবিধা পেয়ে থাকে। ক্রেতাদের এই সুবিধা দিতে তাদের কেনা কাটার ধরন, ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

ফ্যাশন ডিজাইন প্রক্রিয়া

পাঠের উদ্দেশ্য: এই অধ্যায় অনুশীলন করলে অংশগ্রহণকারীরা ফ্যাশন পণ্য উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানতে পারবে। একজন পেশাদার ফ্যাশন ডিজাইনার ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পোশাক ডিজাইনের জন্য কি কি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অথবা চূড়ান্তভাবে বাজারের একটি ডিজাইনার পোশাক উৎপাদনে বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে জানতে পারবে।

পদ্ধতি: আলোচনা

উপকরণ: ফ্লিপচার্ট অথবা প্রজেক্টর

সময়: ১ ঘণ্টা

একজন ফ্যাশন ডিজাইনার হতে সৃজনশীলতার প্রয়োজন। সেই সংগে প্রয়োজন সময়, গবেষণা এবং অনুশীলন। অভিজাত ফ্যাশন হাউস থেকে শুরু করে সাধারণ ফুটপাতে বিক্রি হওয়া হাল ফ্যাশনের পোশাক, প্রতিটি ডিজাইনারকে ভিন্ন ভিন্ন সৃজনশীল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের ডিজাইন করে থাকে। প্রক্রিয়াগত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করলে ডিজাইনারের প্রাথমিক পর্যায়ে সকল ডিজাইনারই একটি সাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এখানে ডিজাইনারদের সাধারণ পদক্ষেপ গুলো আলোচনা করা হল।

১। তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ - ডিজাইনাররা প্রায়শ তাদের ক্রেতা বা কোন ফ্যাশন হাউসের কাছ থেকে কোন নির্দিষ্ট উৎসব বা কোন আয়োজনের জন্য বিশেষ ধরনের পোশাক ডিজাইনের জন্য অনুরোধ পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে ডিজাইনারদের ক্রেতার চাহিদা, ব্র্যান্ডের শৈলী, মান, বাজেট এবং সীমাবদ্ধতার সাথে মানানসই পণ্য ডিজাইন করে থাকেন। যখন কোন ক্রেতা তার নিজস্ব চাহিদা বা আইডিয়া শেয়ার করেন, এক ডিজাইনারকে অবশ্যয় সেই তথ্যগুলি সংরক্ষণ করবেন। ডিজাইন কাজ শুরু করার আগে সংরক্ষণ করা তথ্য গুলো বিশ্লেষণ করবেন এবং তার উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করবেন।

২। অনুপ্রেরণা সন্ধান - ফ্যাশন শুধু একটি পোশাক নয় যা পরে আমরা লজ্জা নিবারণ করি, বরং তার চেয়েও বেশি কিছু। ফ্যাশনমুলত সময়কে ধারণ করে। একটি ডিজাইনার পোশাক সেই ডিজাইনারের কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের গল্প বলে। তাই ডিজাইন করার আগে আপনার ক্রেতার চাহিদা বোঝার সাথে সাথে আপনার সময়কে বুঝুন। অর্থাৎ চলমান সময়ের প্রকৃতি এবং পরিবেশকে অনুভব করুন, সঙ্গীত, শিল্প, ইতিহাস, স্থাপত্য এবং ফ্যাশন ইত্যাদি থেকে আপনার ডিজাইনের অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করুন। ফ্যাশনের চলমান ধারা সহ বাজারের চাহিদা সম্পর্কে ধারনা নিন।

3. স্কেচিং ধারণা- আপনার ডিজাইনের ধারনাগুলোর একটা স্কেচ করে ফেলুন। পোশাকের নকশা ডার্ট এবং সিম, হাতার দৈর্ঘ্য, সামগ্রিক দৈর্ঘ্য, ফিট, আকৃতি সহ সম্পূর্ণ ডিজাইনের স্কেচ করে সেটি বিশ্লেষণ করুন । ডিজাইনের স্কেচ ডিজাইনকে মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। এর ভুল ত্রুটিগুলো বুঝতে এবং তা সংশোধন করতে সাহায্য করে। সবশেষে, এই স্কেচগুলি থেকে প্রোটোটাইপ বা স্যাম্পল তৈরি করুন এবং সম্পূর্ণ ডিজাইন তৈরির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন।

4. মুড বোর্ড- অনেক সময় ডিজাইনাররা তাদের অনুপ্রেরণার রেফারেন্সগুলোকে একসঙ্গে করে একটি মুড বোর্ড তৈরি করেন। বিভিন্ন রেফারেন্সের অনুপ্রেরণামূলক ধারণা বা উপকরণগুলি এবং সৃজনশীল ধারণাগুলিকে সংগঠিত করতে মুড বোর্ড একটি কার্যকরী মাধ্যম। ডিজাইনাররা সাধারণত ফটো, ম্যাগাজিন, বই, ফিল্ম সহ বিভিন্ন সৃষ্টিশীল উৎস থেকে ডিজাইনের অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেন। ডিজাইনাররা তাদের পছন্দের শৈলী, ফ্যাব্রিক সোয়াচ বা টেক্সটাইলের ডিজাইন এই মুড বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

5. কাপড় নির্বাচন- ডিজাইনার তাদের ধারণাগুলোর বাস্তবায়নের জন্য সঠিক ধরনের কাপড় নির্বাচন করেন। এক্ষেত্রে ফ্যাব্রিক ডিজাইনাররা পোষকের ডিজাইনকে প্রভাবিত করে। আবার পোশাকের প্যাটার্নও কাপড়ের টেক্সচার দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভাল ডিজাইনাররা কাপড় নির্বাচনের সময় কাপড়ের ওজন, প্রস্থ এবং টেক্সচার নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন যাতে তাদের ডিজাইন করা পোশাক ক্রেতার শরীরে সুন্দরভাবে ফিটিং হয় হয়।

6. রং বাছাই- মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সবচেয়ে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে ব্যক্তির পোশাকের রঙ নির্বাচন। একই সাথে পোশাক নির্বাচনের প্রাথমিক বিষয় হচ্ছে তার রঙ। তাই একজন ডিজাইনারের ক্ষেত্রে রঙ নির্বাচনের ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফ্যাশন ডিজাইনারকে অবশ্যই সঠিক রঙ নির্বাচন করতে হবে যাতে তারা তাদের পোশাকের জন্য উপযুক্ত মেজাজ এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। আমাদের রঙ তত্ত্ব নির্দেশিকাতে ডিজাইনাররা কীভাবে রঙ নির্বাচন করবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

7. প্যাটার্ন মেকিং - একটি পোশাকের আকৃতি এবং কীভাবে মানুষের শরীরের আকৃতির সাথে মিলে যায় তা নির্ধারণ করতে প্যাটার্ন মেকিং এর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। ডিজাইনারকে অবশ্যয় তার ক্রেতার শরীরের ধরন এবং মাপ সম্পর্কে ধারনা থাকতে হবে। একই সাথে কি কাপড় ব্যবহার করছেন সেটি বিবেচনা করবেন এবং ডিজাইন পরিকল্পনা করবেন।

8. অলংকরণ- পোশাকের প্রাথমিক ডিজাইনের পর এই অলংকরণের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। পোশাকে কেমন নকশা হবে, নকশা কোথায় বসবে, কি ধরনের সেলাই হবে এসকল জিনিস পরিকল্পনা করবেন। উদাহরণ স্বরূপ, চলতি ধারার ফ্যাশন কালেকশনের জন্য ভরাট, অসমাপ্ত লুক ভালো কাজ করে, কিন্তু একটি মার্জিত আনুষ্ঠানিক পোশাকের জন্য এই ধারনা কাজে নাও আসতে পারে।

9. স্যাম্পলিং এবং প্রোটোটাইপিং- ডিজাইনার তার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে প্রোটোটাইপিং বা স্যাম্পলিং জন্য উপযুক্ত কারিগরের কাছে পাঠাবেন। কারিগর প্রথমে পোশাকের নমুনা তৈরি করবেন। স্যাম্পল বানানোর লক্ষ্য হচ্ছে তাদের আকৃতি, ড্রেপিং এবং ফ্যাব্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে পোশাকের সৌন্দর্যকে মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন করা।

10. পোশাক পরীক্ষা করা - স্যাম্পল তৈরির পর পোশাকের পরিপূর্ণ রূপ দেখতে ডিজাইনার কোন মডেল বা ড্যামি ব্যবহার করতে পারেন। যাতে করে পোশাকের ভুল ত্রুটিগুলো সহজেই চোখে পড়ে এবং চূড়ান্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরুর আগে তা সংশোধন করা সম্ভব হয়।